

অ্যাকাউন্ট বিধি (সাধারণ) কর্পোরেট ব্যাংকিং গ্রাহকদের জন্য

১. সাধারণ

এখানে নির্ধারিত শর্তাবলী (“অ্যাকাউন্ট রুলস”) গ্রাহক এবং হংকং অ্যান্ড সাংহাই ব্যাংক কর্পোরেশন লিমিটেড, বাংলাদেশ (“এইচএসবিসি বাংলাদেশ” অথবা “ব্যাংক”) এর মধ্যে একটি চুক্তি স্থাপন করে এবং এটি সেসব স্বত্বাধিকারীদের (ব্যক্তিগত নয়) জন্য বাধ্যতামূলক এবং প্রযোজ্য যারা হিসাব খোলা, পরিচালনা, তত্ত্বাবধান/রক্ষণাবেক্ষণ এবং এইচএসবিসি বাংলাদেশ থেকে সেবা গ্রহণের (নীচে সংজ্ঞায়িত) সাথে জড়িত। যেখানে ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহককে প্রদত্ত যেকোনো পণ্য, সুবিধা, হিসাব বা সেবার জন্য অতিরিক্ত শর্তাবলী নির্দেশিত রয়েছে, সেখানে উল্লেখিত অতিরিক্ত শর্ত এখানে থাকা শর্তাবলীর সাথে প্রযোজ্য হবে। এই অ্যাকাউন্ট রুলসের বিভিন্ন শর্ত এবং গ্রাহক ও এইচএসবিসি বাংলাদেশের মধ্যকার বিভিন্ন সেবা, পণ্য, সুবিধা, ব্যবসায়িক সম্পর্ক, হিসাব বা চুক্তির সাথে সম্পর্কিত যেকোনো অসঙ্গতির ক্ষেত্রে, যদি নির্দেশিত শর্তাবলীর অধীনে স্পষ্টভাবে বর্ণিত না থাকে, তবে এই (সাধারণ) অ্যাকাউন্ট রুলসের শর্তগুলো বিভিন্ন সময়ে যেভাবে সংশোধন, সংযোজন, অথবা পরিবর্তন করা হয়েছে, সেভাবেই প্রযোজ্য হবে।

২) বিবরণ ও ব্যাখ্যা

২.১) অ্যাকাউন্ট রুলসে ব্যবহৃত মূলধন সংক্রান্ত শর্তাবলী পরিশিষ্ট ১-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

২.২) যেসব ক্ষেত্রে এই অনুবন্ধ প্রযোজ্য নয়, সেসব ক্ষেত্রে প্রদত্ত শর্তাবলী অনসরণীয় :

- ক) বর্ণিত শর্তাবলী বা পরিশিষ্টের অনুচ্ছেদ, ধারা, উপ-ধারার আলোকে “অনুচ্ছেদ”, “ধারা”, “উপ-ধারা”, বা “পরিশিষ্ট” উল্লেখ করতে হবে;
- খ) এই অ্যাকাউন্ট রুলস অথবা অন্য কোনো চুক্তি বা নথি বিভিন্ন সময়ে যেভাবে সংশোধিত, পরিবর্তিত, বা সংযোজিত করা হয়েছে সেগুলোর মতো করেই তৈরি করতে হবে; এবং
- গ) একটি সংবিধি বিভিন্ন সময়ে যেভাবে সংশোধিত বা পুনরায় বিধিবদ্ধ করা হয়েছে সেই একইভাবে তৈরি করতে হবে;
- ঘ) এক বছরের রেফারেন্সে বছরচলন অন্তর্ভুক্ত করবে (একইভাবে এর বিপরীত)।

২.৩) এখানে ব্যবহৃত অনুচ্ছেদ, ধারা, উপ-ধারা এবং পরিশিষ্টের শিরোনামগুলো শুধুমাত্র উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩) বিদ্যমান হিসাব এবং সেবা সমূহ

৩.১) প্রদানকৃত সব ধরনের হিসাব এবং সেবা শর্ত সাপেক্ষে ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারণ করা হয়। পূর্ববর্তী কোনো ঘোষণা ছাড়াই ব্যাংক নিম্নে উল্লিখিত যেকোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে:

- ক) নতুন যেকোনো ধরনের হিসাব বা সেবা চালু করতে পারে;
- খ) যেকোনো হিসাব বা সেবা পরিবর্তন, বন্ধ বা প্রত্যাহার করতে পারে (কোন আমানত গ্রহণ না করা সহ); অথবা
- গ) যেকোনো হিসাব বা সেবার পরিধি নির্দিষ্ট বা পরিবর্তন করতে পারে।

৩.২) ব্যাংক তার নিজস্ব ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট সংখ্যক যেকোনো ধরনের বা প্রকারের হিসাব, যেকোনো মুদ্রায়, কোনো কোম্পানি, কর্পোরেশন, অবাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন, (অংশীদারী, ট্রাস্ট, যৌথ উদ্যোগ বা সংঘ), সরকার, রাষ্ট্র, এজেন্সি, সংস্থা বা অন্য কিছু (এইচএসবিসি দ্বারা স্বীকৃত) আবেদন অনুসারে, বিভিন্ন সময়ে ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত গঠন প্রণালী এবং শর্ত অনুসারে পৃথক আইনগত বৈশিষ্ট্য ব্যতিরেকে, যেকোনো সেবা প্রদান বা চলমান রাখতে পারে।

৩.৩) এই অ্যাকাউন্ট রুলস কোনো নিয়মে কোনো নির্দিষ্ট বা সকল গ্রাহককে হিসাব বা সেবা দিতে ব্যাংক বাধ্য নয় এবং কোনো নির্দিষ্ট বা সকল গ্রাহককে হিসাব বা সেবা প্রদান করবে কী করবে না তা সম্পূর্ণ ব্যাংকের এখতিয়ার।

৩.৪) ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে নির্ধারিত নিয়ম এবং প্রয়োজনীয়তা অনুসারে হিসাব খোলা, পরিচালনা বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বা সেবা প্রাপ্তির জন্য গ্রাহককে অবশ্যই বৈধ কাগজ পত্র, রেকর্ড এবং তথ্য ব্যাংককে প্রদান করতে হবে।

৪) নির্দেশনা

গ্রাহকের দায়িত্ব সমূহ

৪.১) গ্রাহককে কোনো সেবা গ্রহণ করতে হলে, হিসাব খুলতে, লেনদেন করতে বা ব্যাংক প্রস্তাবিত অন্য কোনো কার্যক্রম পরিচালনা করতে হলে অবশ্যই সব ধরনের প্রাসঙ্গিক বিধি-বিধান এবং আইন কানুন মেনে চলতে হবে।

৪.২) গ্রাহকের জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে কোনো পরিচালক, কর্মকর্তা, এজেন্ট, কর্মচারী, সম্পর্কযুক্ত কোনো ব্যক্তি বা অন্য কেউ তার পক্ষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ধরনের অননুমোদিত কর্মকাণ্ডে জড়িত হলে সেটিকে ওই ব্যক্তির দ্বারা সংঘটিত ঘৃণ ও দুর্নীতি দমন আইন (সীমাবদ্ধতা ব্যতিরেকে) বাংলাদেশের পেনাল কোড ১৮৬০, বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন আইন ১৯৪৭, বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এবং বাংলাদেশ মানি লন্ডারিং আইন ২০১২ এর লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করা হবে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এমন কোনো হিসাব বা সেবা, কোনো ধরনের লেনদেন গ্রাহক করতে পারবেন না যা প্রচলিত ঘৃণ ও দুর্নীতি দমন আইন লঙ্ঘন করতে পারে।

৪.৩) একজন গ্রাহক ফর্মে প্রদত্ত নির্দেশনা পূরণের মাধ্যমে এবং শুধুমাত্র ব্যাংক স্বীকৃত উপায়েই একটি হিসাব খুলতে পারবেন বা সেবা ব্যবহার করতে পারবেন।

ব্যাংকের অধিকার এবং কর্তব্য সমূহ

৪.৪) ব্যাংকের নিচে বর্ণিত সব কিছু করার অধিকার রয়েছে:

- ক) কোনো নির্দেশ প্রতিপালন করা বা বাতিল করা, অথবা
- খ) ব্যাংক দ্বারা বিবেচিত কোনো নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে কোনো আলোচনা ছাড়াই যেকোনো শর্ত প্রণয়ন করা।

৪.৫) ব্যাংক কর্তৃক উপরে উল্লিখিত শর্ত ৪.৪ এর (ক) বা (খ)-তে বর্ণিত কার্যাবলী প্রতিপালনের ফলে গ্রাহকের কোনো প্রকার ক্ষতি, অসুবিধা বা তহরুপের জন্য ব্যাংক দায়ী থাকবে না।

৪.৬) ব্যাংক শুধুমাত্র তখনই কোন নির্দেশনা বাস্তবায়ন করবে যদি সে যুক্তিসঙ্গতভাবে মনে করে, নির্দেশনাটি গ্রাহকের জন্য বা গ্রাহকের পক্ষ থেকে অথবা কোন গ্রাহক দ্বারা অনুমোদন করা হয়েছে। যদি ব্যাংকের ধারণা সঠিক না হয় তাহলে ব্যাংক দায়ী নয়। ব্যাংকের যুক্তিসঙ্গত ধারণা থেকে উপলব্ধ এবং নিষ্পন্ন নির্দেশনাটির জন্য গ্রাহক দায়বদ্ধ থাকবেন, এমনকী যদিও;

ক) নির্দেশনাটি ভুল, মিথ্যা বা অস্পষ্ট; অথবা

খ) নির্দেশনাটি গ্রাহকের জন্য/পক্ষ থেকে অথবা গ্রাহক দ্বারা অনুমোদিত নয়।

৪.৭) এই ব্যবস্থায় ব্যাংক তার বিবেচনা থেকে গ্রাহক প্রেরিত ই-মেইল বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক/ডিজিটাল ফর্মের মাধ্যমে প্রাপ্ত, গ্রাহক বা গ্রাহকের হিসাব বা সেবা সংক্রান্ত যেকোনো তথ্য, ফর্ম, নির্দেশনা, রেকর্ড বা নথিপত্র (স্ক্যানকৃত বা অন্য ইলেকট্রনিক / ডিজিটাল ফর্ম) গ্রহণ করতে সম্মত হয়। ব্যাংক এমন সকল তথ্য, ফর্ম, নির্দেশনা, রেকর্ড বা নথিপত্রের উপর নির্ভর করবে যা গ্রাহকের, উত্তরাধিকারীর বা যেকোনো অনুমোদিত প্রতিনিধির (গণ) যারা গ্রাহক দ্বারা/গ্রাহকের পক্ষ থেকে যথাযথ ভাবে অনুমোদিত, প্রেরিত, যাচাইকৃত এবং প্রমাণিত, ই-মেইল এড্রেস থেকে প্রেরণ/জমা দেওয়া হয়েছে। ব্যাংকের ওপর উৎসটি যাচাই করার অথবা সত্যতা নিরূপণের কোনো রকম দায়বদ্ধতা থাকবে না এবং সম্পূর্ণরূপে গ্রাহকের উপর সেই বাধ্যবাধকতা থাকবে।

৪.৮) পূর্বোক্ত শর্ত সাপেক্ষে, ব্যাংক রিসিটের মাধ্যমে পালনীয় নির্দেশনা যুক্তিসঙ্গতভাবে দ্রুত বাস্তবায়ন করবে।

৫) মনোনয়ন (শুধুমাত্র একক মালিকানা)

৫.১) একক মালিকানার গ্রাহকগণ অবশ্যই এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনীত করতে পারবে। মালিকের মৃত্যু পর হিসাবের অর্থ তাকে/তাদেরকে প্রদান করা হবে। একটি ফর্মে, ব্যাংক দ্বারা বিভিন্ন সময়ে গ্রহণযোগ্য বিষয়বস্তু এবং শর্তসমূহ উল্লেখ থাকবে।

৫.২) কোন রকম বিতর্কের ক্ষেত্রে, যেমন; পাওয়া না গেলে বা হিসাবের অধিকারী ব্যক্তির মৃত্যুতে বা ব্যাংক কর্তৃক অর্থ প্রদানের সময় মনোনয়ন সংক্রান্ত অন্য কোন বিষয়ে জটিলতার জন্য, ব্যাংক উপযুক্ত বিচারিক আদেশ অনুসারে বা কোর্ট দ্বারা অনুমোদিত উত্তরাধিকার সার্টিফিকেট অনুসারে অথবা ব্যাংক দ্বারা স্বীকৃত বা দাবীকৃত অন্যান্য শর্ত সাপেক্ষে সেই অর্থ প্রদান করতে পারে।

৬. প্রতিনিধি

৬.১) ব্যাংক একজন গ্রাহককে তার পক্ষে পাওয়ার অব এটর্নি প্রদানের মাধ্যমে, বা কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিত্ব অর্পণের মাধ্যমে কোন ব্যক্তিকে (বর্গকে) [এককভাবে বা যৌথ ভাবে] [“অনুমোদিত ব্যক্তি(বর্গ)”] কার্যক্রম পরিচালনা করা, নির্দেশনা প্রদান করা বা ব্যাংকের কোন হিসাবের সাথে লেনদেন করা বা ব্যাংকের সেবা গ্রহণ করার কর্তৃত্ব অর্পণ করার অনুমতি প্রদান করতে পারবে। এক্ষেত্রে একটি ফর্মে বোর্ড অফ ডিরেক্টর/গভার্ণিং বডির সিদ্ধান্ত বা অন্যান্য যথাযথ কাগজপত্র/দলিল, এবং এর সারাংশ, বিভিন্ন সময়ে ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত শর্ত উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই হিসাব সংক্রান্ত নিয়মাবলীর ধারা ৪.৬ এর প্রধান অংশের সীমাবদ্ধতা ব্যতিরেকে, ব্যাংক সকল ক্ষমতার অধিকারী এবং ব্যাংকের অনুমোদনের নির্দেশনায় যদি স্বাক্ষরকারী উপস্থিত হন তাহলেও যেকোনো নির্দেশনা যেগুলো মূলত কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় সেগুলোর উপর আস্থা রাখতে হবে।

৬.২) গ্রাহক বা তার পক্ষে অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যাংককে তার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় নথিপত্র প্রদান করবে এবং এমন যে কারো ওপর ব্যাংক আস্থা রাখতে বধাপরিকর।

হংকং এন্ড সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেড, বাংলাদেশ দ্বারা জারিকৃত [আগস্ট ২০২১] ইলেকট্রনিক মাধ্যম সহ যেকোনো মাধ্যম থেকে সরবরাহকৃত নথিপত্র ব্যাংক দ্বারা গৃহীত হবে

৬.৩) লিখিত সীমাবদ্ধতার সাপেক্ষে, গ্রাহক নিশ্চিত করবে যে ব্যাংক দ্বারা গৃহীত এবং স্বীকৃত উত্তরাধিকারী: ক) গ্রাহকের পক্ষে ও তার জন্য যেকোনো হিসাব বা সেবার সাথে জড়িত বিষয়, যেমন; হিসাব চালু, বন্ধ, পরিচালনা করা এবং যেকোনো সমঝোতা স্বাক্ষর (ফ্যাসিলিটি এগ্রিমেন্ট সহ), কোন হিসাব বা সেবা সংক্রান্ত বিবৃতি বা অন্য নথিপত্র প্রদান করা, এবং সকল আইনানুগ কার্যাবলী সম্পন্ন করতে পারবে। এবং ব্যাংক কোন জামানত, ক্ষতিপূরণ বা অন্য কোন অঙ্গীকার সংক্রান্ত কার্যনির্বাহ এবং হিসাব/সেবার সাথে জড়িত অন্য যেকোনো কাজ/আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করবে। এবং খ) এ ধরনের কার্যাবলী সম্পাদন করতে গ্রাহককে এমন কাউকে কর্তৃত্ব প্রদান করতে হবে যিনি ব্যাংককে সরবরাহকৃত এবং ব্যাংক দ্বারা স্বীকৃত, যে কোন নথি, যেমন ইলেকট্রনিক মাধ্যম, ফর্ম বা নথিতে চিহ্নিত।

৬.৪) গ্রাহক নিশ্চিত করেন, প্রত্যেক অনুমোদিত ব্যক্তি এই হিসাব নীতিমালায় বর্ণিত শর্তানুসারে কাজ করার জন্য অনুমোদিত এবং যতক্ষণ না অনুমোদিত ব্যক্তির কোন পরিবর্তন হয়, বা এই ধারা অনুসারে সেই কর্তৃত্ব অনুমোদিত ব্যক্তির তথ্যে ব্যাংক দ্বারা স্বীকৃত কোন পরিবর্তন হয়। ব্যাংক এটি লিখিত বিজ্ঞপ্তি আকারে গ্রহণ করে, এবং ব্যাংক কর্তৃক এই নির্দেশনা পালনে উপযুক্ত কারণ বিদ্যমান

থাকে। যেকোনো ধরণের পরিবর্তন, অথবা গ্রাহকের মৃত্যু, অব্যাহতি, দেউলিয়া অবস্থা, অক্ষমতা, দেনা, বা প্রস্থানে, স্বাক্ষরের কর্তৃত্ব বহাল থাকবেনা এবং প্রত্যাহার করা হবে (উপরে বর্ণিত নীতি অনুসারে)। স্বাক্ষরের কর্তৃত্ব এবং তার সাথে জড়িত যেকোনো পরিবর্তন, ধারাবাহিকতা বা উত্তরাধিকার সূত্রে ঐ হিসাবের অর্ধের উপর কোন অধিকারকে নির্ধারণ করবেনা।

৭. চেক বই, চেক এবং অন্যান্য আর্থিক উপকরণ

৭.১ একটি উপযুক্ত/প্রাসঙ্গিক হিসাবের জন্য চেক বইয়ের আবেদনটি অবশ্যই ব্যাংক দ্বারা অনুমোদিত প্রক্রিয়ায় হতে হবে, এবং সেটি গ্রাহক বা গ্রাহকের অনুমোদিত ব্যক্তি দ্বারা স্বাক্ষরকৃত হতে হবে।

৭.২ ব্যাংক সেসব চেক বই প্রত্যাখ্যান করার অধিকার রাখে; যেগুলো সন্তোষজনকভাবে বজায় রাখা হয়নি এবং পূর্বে ইস্যু করা চেক বইয়ের অসংখ্য পাতা অব্যবহৃত রয়ে গেছে।

৭.৩ ব্যাংক চেক/চেক বইয়ের অনুমোদন এবং ব্যবহার, খসড়া করা ইত্যাদি কাজে চেক বইয়ের কভারে থাকা শর্তসহ অতিরিক্ত/বাড়তি শর্ত প্রদান করতে পারে। ব্যাংকের প্রচলিত অন্যান্য নিয়ম ছাড়াও, এই শর্তগুলোর প্রতিটিকে গ্রাহকদের মেনে চলতে হবে।

৭.৪ চেকের সিরিয়াল নম্বর, হিসাব নম্বর, এবং ভেতরে লেখা হিসাব গ্রাহকের নাম একই সাথে চেক বইয়ের পাতার সংখ্যা ব্যবহারের পূর্বে যাচাই করে নিতে হবে। চেক বই অবশ্যই নিরাপদ স্থানে/লকারে গ্রাহকের দায়িত্বে রাখতে হবে এবং যদি স্বাক্ষর করা বা ফাঁকা চেকের পাতা হারিয়ে যায় গ্রাহককে অবশ্যই তৎক্ষণাত্ ব্যাংককে রিপোর্ট করতে হবে যেন নিয়মানুগভাবে সব ধরণের লেনদেন বন্ধ করে দেওয়া হয়। লেনদেন বন্ধ করতে ব্যাংক ট্যারিফ অনুসারে একটি চার্জ আদায়/ধার্য করবে।

৭.৫ চেকের সব ধরণের পরিবর্তন বা আর্থিক দলিলের উত্তোলন গ্রাহকের পূর্ণ স্বাক্ষর দ্বারা অনুমোদিত এবং আইনসিদ্ধ করা উচিত। অন্যথায় চেক দ্বারা কোন প্রকার লেনদেন প্রত্যাখ্যান করা হতে পারে। যদি ব্যাংকের রেকর্ডের সাথে টাকা উত্তোলনকারীর স্বাক্ষর আলাদা হয় তাহলে চেক ফেরত দেওয়া হবে।

৭.৬ উত্তোলনের ক্ষেত্রে যেকোনো চেক যথাযথ সময়ের মধ্যে টাকা উত্তোলনকারীকে ব্যাংকে প্রদর্শন করতে হবে। চেকের মাধ্যমে লেনদেন এবং অর্থ ছাড় অবশ্যই উপযোগী বিনিময়যোগ্য দলিল আইন ১৮৮১ আইন এবং/বা অন্য কোন প্রায়োগিক আইন, নিয়ম নীতি এবং নির্দেশনা অনুসারে সম্পন্ন করতে হবে।

৭.৭ একজন গ্রাহক সকল চেক বা অন্যান্য আর্থিক দলিল ব্যাংকে প্রদানের ক্ষেত্রে সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সঠিকভাবে, সম্পূর্ণরূপে যাচাই করতে দায়বদ্ধ থাকবে। চেক বা অন্যান্য আর্থিক দলিল যন্ত্রের সাথে, স্পষ্টভাবে এবং ধৈর্যের সাথে লেখা উচিত। এবং এমনভাবে অর্থ উত্তোলন করা উচিত নয় যাতে ব্যবহৃত চেকটি/আর্থিক দলিলটি শনাক্ত করা কঠিন হয়ে যায়। গ্রাহককে অন্য যে কারও চেক/দলিল বদলের অন্যান্য বন্ধ করার সব ধরণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

৭.৮ ব্যাংক দ্বারা স্বীকৃত বা অনুমোদিত পদ্ধতি ব্যবহার করে কোন চেক বা অন্য কোন আর্থিক দলিলপত্র ব্যাংকে জমাদানের আগে গ্রাহককে এটা নিশ্চিত করতে হবে, যেন সেই চেক/আর্থিক দলিল সঠিকভাবে বিন্যাস করা হয়। চেকটি যেন একইভাবে স্বাক্ষরকৃত এবং তারিখ উল্লেখিত হয় এবং সংখ্যা এবং কথায় লেখা একই হয়।

৭.৯ ব্যাংকে জমা দেওয়ার সময় চেক/আর্থিক যন্ত্রের বিশদ বিবরণ দেওয়া, সম্পূর্ণ করা বা লেখার কাজ ঠিক ও সম্পূর্ণভাবে করা একান্ত গ্রাহকের দায়িত্ব। এবং রশিদ প্রদানের সময় উপর উল্লেখিত বিশদ বিবরণ ও লেখার উপর ব্যাংক নির্ভর করার অধিকার রাখে।

৭.১০ হিসাবে জমা দেওয়ার জন্য সকল ধরণের অভ্যন্তরীণ রেমিটেন্স, চেক এবং আর্থিক দলিল সমূহ চূড়ান্ত লেনদেনের নিমিত্তে গ্রহণ করা হবে এবং এগুলো সঠিকভাবে সম্পূর্ণ/সংগৃহীত না হওয়া পর্যন্ত ব্যাংক কোন কিছু অনুমোদন না দিতে বধ্য পরিকর। যেকোনো কারণে, যদি কোন ধরণের চেক এবং আর্থিক দলিল অপরিশোধিত অবস্থায় ফেরত দেওয়া হয়, অথবা যদি রেমিটেন্সের পরিমাণ গৃহীত না হয় বা অন্য কোন জটিলতা সৃষ্টি হয়, সেক্ষেত্রে হিসাবে সঠিক সংখ্যার গড়মিলের জন্য ব্যাংক চার্জ আদায় করার অধিকার রাখে। যদি অভ্যন্তরীণ রেমিটেন্স বা কোন চেক এবং আর্থিক দলিল (পরিশোধের ক্ষেত্রে অন্য কোন ব্যক্তির স্থায়ী নির্দেশনা সহ) এমন মুদ্রায় হয় যা ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত নয়, তাহলে ব্যাংক সেটিকে হিসাবে জমা দানের পূর্বে এজ্জেক্ট রেট অনুসারে বাংলাদেশি টাকায় বা ব্যাংক দ্বারা অনুমোদিত কোন মুদ্রায় পরিবর্তন করে নিতে পারে।

৭.১১ গ্রাহকের/গ্রাহকের পক্ষে অন্য কারও জমাদানকৃত চেক ছয় মাসের অধিক সময় আগে সই করা হয়, তাহলে ব্যাংক উক্ত মেয়াদ উত্তীর্ণ চেক অনুমোদন করবে না। যদি মেয়াদ উত্তীর্ণ চেকের ডিপোজিটের জন্য ব্যাংকের সাথে আলাদা চুক্তি হয়, তাহলে উক্ত চুক্তির ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় লেনদেন হতে পারে। ব্যাংক লেনদেনের জন্য তারিখ অনুলিখিত চেক অনুমোদন করবে না।

৭.১২ অর্থ ছাড়ের জমাদানকৃত চেক অর্ধের পরিমাণ যদি আর্থিক সীমার (বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন সময়ে অনুমোদিত/নির্দেশিত নিয়ম অনুসারে) বাইরে হয়, ব্যাংক জমা প্রদানকারী গ্রাহক/গ্রাহকের উত্তরাধিকারীর সাথে টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করবে। ইস্যুকৃত চেকের অংক মৌখিক/বা লিখিতভাবে নিশ্চিত হয়ে (যা ব্যাংক কর্তৃক সঠিক বলে মনে হয়) ব্যাংক (পর্যাপ্ত ফান্ড থাকার এবং প্রয়োজনীয় যাচাই বাছাইয়ের ভিত্তিতে) উক্ত লেনদেন সম্পন্ন করবে। ব্যাংককে এমন উচ্চ পরিমাণের লেনদেনের নির্দেশনা প্রদান করার সময় গ্রাহককে অবশ্যই লিখিতভাবে ব্যাংককে জানাতে হবে বা ব্যাংক প্রদত্ত টেলিফোন নম্বরে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য উপলব্ধ থাকতে হবে। যদি ব্যাংক প্রদত্ত নম্বরে গ্রাহক/গ্রাহকের অনুমোদিত ব্যক্তি পাওয়া না যায়, তাহলে ব্যাংক উক্ত লেনদেন অগ্রাহ্য করবে। এ কারণে ব্যাংক সব সময় তার প্রয়োজনীয় নম্বরটি হালনাগাদ করে রাখা গ্রাহকের একান্ত কর্তব্য।

৭.১৩ যখন নতুন চেক বই ডাকের মাধ্যমে গ্রাহককে প্রেরণ করা হয়, তখন ব্যাংক সংরক্ষিত ঠিকানা অনুসারে গ্রাহককে সেটি ব্যাংক কর্তৃক প্রেরণ করা হবে। প্রেরণের ক্ষেত্রে কোন বিলম্ব বা ক্ষয়ক্ষতির জন্য ব্যাংক দায়ী থাকবেনা এবং সেসব ডেলিভারির ক্ষেত্রে সেকশন ১৮ তে বর্ণিত হিসাব নীতি প্রয়োগ করা হবে।

৭.১৪ চেক/আর্থিক দলিলের উপস্থাপন, রিসিট, প্রক্রিয়াজাতকরণ, লেনদেন এবং ছাড় রেগুলেটরি গাইডলাইন মেনে এবং পরিচালনা পদ্ধতি অনুসারে, একইসাথে বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রোসেসিং সিস্টেম (বিএসপিএস) মেনে বা অন্যান্য রেগুলেটরি গাইডলাইন এবং প্রক্রিয়া মেনে সব সময় পরিচালিত হবে।

৮) লেনদেন বন্ধ করা

৮.১ কোন চেকের লেনদেন সংক্রান্ত পূর্ব আদেশ প্রত্যাহার/বন্ধ করতে গ্রাহককে লিখিত নির্দেশনা প্রদান করতে হবে; যা নিয়ম, গঠন এবং বিষয়ের দিক থেকে ব্যাংক দ্বারা গ্রহণযোগ্য হয়। একইসাথে সম্পূর্ণ এবং যথাযথভাবে চেকের নম্বর, পাওনাদারের নাম, হিসাবের নাম, জমাদানের এবং উত্তোলনের তারিখ উল্লেখ করতে হবে। ব্যাংক শুধুমাত্র তখনই নির্দেশনা বাস্তবায়ন করবে যখন যথাযথভাবে উক্ত তথ্য চেকের তথ্যের সাথে মিলে যায়। উক্ত সময়ে চেক প্রদর্শনযোগ্য হবে না এবং অর্থ অপরিশোধিত থাকবে যদি ব্যাংক কর্তৃক লেনদেন বন্ধের নির্দেশনা থাকে (ব্যাংক লেনদেনের সময়ের মধ্যে)। যদি নির্দেশিত এ সকল বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা হয়, ফলাফল সর্বদা গ্রাহকের কোন প্রকার ক্ষয়ক্ষতির জন্য ব্যাংক কোনভাবেই দায়ী থাকবেনা।

৮.২ যদি সত্যতা প্রমাণে ব্যাংক ব্যর্থ হয়, তাহলে লেনদেন বন্ধ করা সংক্রান্ত এ ধরণের নির্দেশনা পালনে বাধ্য থাকবেনা। তবুও, এ ধরণের সমস্যা ব্যাংককে লেনদেন বন্ধ সংক্রান্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নে বাধা প্রদান করতে পারবে না, যদি ব্যাংক মনে করে এই নির্দেশনা গ্রাহক দ্বারাই প্রদান করা হয়েছে। কোনভাবেই ব্যাংক দায়ী নয় এবং গ্রাহককে সঠিক নির্দেশনা মেনে চলতে বাধ্য থাকতে হবে; যদি এটি ভুল, মিথ্যা বা অস্পষ্ট হয় যা গ্রাহক দ্বারা অনুমোদিত না হওয়ায় ব্যাংক এটি বাস্তবায়ন না করে। গ্রাহককে অবশ্যই ব্যাংক দ্বারা স্বীকৃত ও নির্ধারিত উপায়েই নির্দেশনা যত দ্রুত সম্ভব নিশ্চিত করতে হবে।

৯) এইচএসবিসি নেট অথবা অন্যান্য বিকল্প চ্যানেল/প্ল্যাটফর্ম

৯.১) ব্যাংক প্রস্তাবিত নীতিমালা অনুসারে উপযুক্ত গ্রাহকগণ এইচএসবিসি নেট অথবা অন্যান্য বিকল্প চ্যানেল/প্ল্যাটফর্ম ইত্যাদির জন্য আবেদন করতে পারবেন। গ্রাহককে তার নিজ নিজ শাখা বা নির্ধারিত বিভাগ থেকে “ইউজার ম্যানুয়াল, গাইডলাইন” এর কপি সংগ্রহ করতে হবে। এইচএসবিসি নেট অথবা অন্যান্য বিকল্প প্ল্যাটফর্ম/চ্যানেল এর ব্যবহার তাদের নিজ নিজ চ্যানেল/প্ল্যাটফর্ম দ্বারা নির্ধারিত শর্ত অনুসারে পরিচালিত ও শাসিত হবে। গ্রাহক দ্বারা কোন চ্যানেল বা প্ল্যাটফর্ম অপব্যবহারের জন্য বা নির্ধারিত শর্ত পূরণে ব্যর্থতার জন্য ব্যাংক কোনভাবেই দায়ী থাকবে না।

৯.২) গ্রাহক এই হিসাব নীতিমালা এবং উক্ত চ্যানেল/প্ল্যাটফর্ম দ্বারা নির্ধারিত সকল শর্তাদি মানা ছাড়াও, গ্রাহককে প্রদত্ত/উপলব্ধ চ্যানেল/প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে গ্রাহক যথাযথ নিষ্ঠা এবং সতর্কতা ব্যবহার করবেন।

৯.৩) যদি ব্যাংক মনে করে যে, গ্রাহক বা তার উত্তরাধিকারী/প্রতিনিধি/ব্যবহারকারী পালনীয় শর্ত কোনভাবে লঙ্ঘন করেছে, তাহলে ব্যাংক কোন প্রকার নোটিশ প্রদান না করেই উক্ত গ্রাহক বা তার উত্তরাধিকারী/প্রতিনিধি/ব্যবহারকারী কর্তৃক উক্ত চ্যানেল/প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার বন্ধ/স্থগিত করবে।

১০. জমা

১০.১) গ্রাহক সম্মতি প্রদান করে যে, সকল নগদ আমানত ব্যাংকের টেলার থেকে অবশ্যই সরাসরি হস্তান্তর করা হবে। গ্রাহক মেনে নেন যে, যতক্ষণ না ব্যাংক টেলার সশরীরে তা গ্রহণ না করে এবং তার প্রেক্ষিতে কোনো রশিদ প্রদান না করে ততক্ষণ নগদ টাকা হস্তান্তর হবে না। গ্রাহক যদি এই ধারার নিয়মাবলী মেনে নিতে ব্যর্থ হয় তবে গ্রাহকের কোন প্রকার ক্ষতির জন্য ব্যাংক দায়বদ্ধ থাকবে না।

১০.২ জমাদানকারীকে তার সরকার প্রদত্ত জাতীয় পরিচয়পত্রের মূলকপি কাউন্টারে সরবরাহ করতে হতে পারে, যখন ব্যাংক কর্তৃক নির্দিষ্ট পরিমাণ জমার ক্ষেত্রে সেটি প্রয়োজন হবে।

১০.৩ গ্রাহক যদি নিরাপদ নগদ ক্যারিং সার্ভিসের জন্য এসবিসি মনোনীত ভেন্ডর দ্বারা নগদ জমা কিংবা দলিলাদি জমার জন্য কুরিয়ার সার্ভিস অথবা এইচএসবিসি-এর জোট ব্যাংকের নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে তবে, নগদ এবং চেক জমার ক্ষেত্রে অবশ্যই পূর্ব-সম্মত চুক্তি এবং মনোনীত সেট আউট দ্বারা এই ধরনের লেনদেন পরিচালিত হবে।

১০.৪ গ্রাহক সম্মতি প্রদান করে যে, যেকোনো প্রকার অ্যাকাউন্ট পে-চেক জমাদানের ক্ষেত্রে গ্রাহক চেকের উপরে বামা পাশের কোণায় ২টি (দুই) সমান্তরাল তির্যক রেখা/দাগ টানবে। যার অন্যথা হলে ব্যাংক গ্রাহকের কোন প্রকার ক্ষতির দায়ভার বহন করবে না।

১০.৫ ব্যাংক যদি ব্যাংকনোট, কয়েন অথবা চেক গ্রহণ করে: ক) ব্যাংক শুধুমাত্র সেই ব্যাংকনোট, কয়েন অথবা চেকের (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে) দায়ভার নিবে যা ব্যাংকের চর্চা ও ব্যাংকের সম্বলিত অনুযায়ী গণনা ও যাচাইয়ের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে; এবং খ) ব্যাংক গ্রাহকের হিসাবে শুধুমাত্র সেই পরিমাণ ব্যাংকনোট, কয়েন অথবা চেক জমা করবে যা গণনা ও যাচাইয়ের পর ব্যাংকের সম্বলিত মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে।

১০.৬ প্রদত্ত সিদ্ধান্তগুলো চূড়ান্ত এবং গ্রাহকের জন্য বাধ্যতামূলক: (ক) পে-ইন-স্লিপে উল্লেখিত ব্যাংকনোট, কয়েন অথবা চেকের মধ্যে পার্থক্যের ক্ষেত্রে ব্যাংকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত, যা ব্যাংক পে-ইন-স্লিপের সাথে গ্রহণ করেছে; এবং (খ) ব্যাংকনোট, কয়েন অথবা চেক জমা গ্রহণের সিদ্ধান্ত ব্যাংকের।

১১. উত্তোলন

১১.১ গ্রাহককে নিশ্চিত করতে হবে যে, তার হিসাবে পর্যাপ্ত তহবিল (বা আগের থেকে ব্যবস্থা করা ক্রেডিট সুবিধা) রয়েছে, যাতে চেক প্রদর্শন করলে অর্থ প্রদানে কোন বামেলা না হয় অথবা হিসাবে ডেবিট করা হলে এবং হিসাবের সাথে জড়িত নির্দেশনাবলী মেনে নিতে গিয়ে কোন জটিলতার সম্মুখীন হলে ব্যাংক তার জন্য দায়বদ্ধ হবে না।

১১.২ যতক্ষণ পর্যন্ত না ব্যাংক দ্বারা কোন বিশেষ ব্যবস্থা গৃহীত না হচ্ছে ততক্ষণ হিসাব থেকে জমাতিরিক্ত উত্তোলন বা চেকে অর্থ উত্তোলন করা যাবে না। ব্যাংক গ্রাহকের চেক গ্রহণ করবে না যদি চেকে মুদ্রিত অর্থের পরিমাণ তার হিসাবের জমাতিরিক্ত হয়। এই পরিস্থিতিতে ব্যাংকে বিদ্যমান ট্যারিফের মতো চার্জ গ্রহণ করার মাধ্যমে ব্যাংক, হিসাব ডেবিট করার সব ধরনের অধিকার রাখে। এছাড়াও, ট্যারিফের মতো কিছু সীমাবদ্ধতা এবং মাত্রাতিরিক্ত নগদ উত্তোলনের জন্য এবং আন্তঃ-শাখা লেনদেনের ক্ষেত্রে কিছু চার্জ গ্রহণ করা হবে।

১১.৩ দলিলাদি অথবা ছাড়পত্র প্রদানে কার্যকর বা নিশ্চিতকরণ চূড়ান্ত পরিশোধের উপর নির্ভরশীল। যা পরিশোধ করা হয় ব্যাংক তহবিল থেকে এবং চূড়ান্ত পরিমাণ পরিশোধ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত গ্রাহক তা প্রত্যাহার করতে পারবে না। যদি এইরকম চূড়ান্ত পরিশোধ ব্যাংক কর্তৃক গ্রহণ করা না হয় তবে, যেকোনো চূড়ান্ত পেমেণ্টের মূলত্ববি গ্রাহকের হিসাবে প্রণীত শর্তাধীন ক্রেডিটের বিপরীতে করা হবে। যা গ্রাহক অবশ্যই ব্যাংককে তাৎক্ষণিক পরিশোধ করবে অথবা মুদ্রিত কোনো শর্ত ক্রেডিটের বিরুদ্ধে প্রণীত হলে এবং তার ফলে ব্যাংক যথাযোগ্য খরচ, ক্ষতি এবং দায়বদ্ধতার প্রয়োজনে ভবিষ্যতে ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের নিশ্চয়তা প্রদান করবে। যদি কোন দেরি বা খরচ হয়, যেকোনো পূর্বাদেশ প্রত্যাহার করার ফলে ক্ষতি, অসঙ্গতি বা দায়বদ্ধতা সৃষ্টি হয় অথবা যেকোনো দলিলাদির ক্ষেত্রে ব্যাংকের সম্মানে, বিবৃতি, প্রতিবাদ বা আদায়ে কোন অনিয়ম হলে ব্যাংক দায়বদ্ধ থাকবে না এবং গ্রাহক ব্যাংককে তার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে।

১১.৪ নগদ উত্তোলনের ক্ষেত্রে গ্রাহক সম্মতি দেন যে, টেলার থেকে টাকা তুলে নিজ হাতে সমুদয় অর্থ তিনি গণনা এবং যাচাই করে নিবেন। গ্রাহক ক্যাশ কাউন্টার থেকে যাওয়ার পর এই ক্ষেত্রে কোন অসঙ্গতি ধরা পড়লে তার কোন দায়-দায়িত্ব ব্যাংক বহন করবে না;

১২. ব্যাংক স্থানান্তর এবং রেমিটেন্স

তহবিল স্থানান্তর সংক্রান্ত গ্রাহকের দায়িত্ব

১২.১ ফরমের নির্দেশনা এবং ব্যাংক কর্তৃক নির্দেশিত শর্ত প্রতিপালনের মাধ্যমে গ্রাহক তহবিল স্থানান্তর (অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক)। গ্রাহক যদি কোন নির্দিষ্ট তারিখে তহবিল স্থানান্তর করতে চান, তবে সেই তারিখটি অবশ্যই নির্দেশনায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

১২.২ উপযুক্ত তথ্য এবং সম্পর্ক নিশ্চিতকরণের দায়িত্ব গ্রাহকের (ব্যাংকের নয়)- (ক) বিদ্যমান আইনে কোনো বিনিময় কিংবা ও বিধিনিষেধ আরোপিত হলে; এবং (খ) কোনো প্রতিষেধী বা সুবিধাভোগী ব্যাংক অথবা অন্য কোনো ব্যাংক কিংবা সংশ্লিষ্ট মাধ্যম দ্বারা যেকোনো চার্জ আরোপিত হতে পারে।

১২.৩ গ্রাহক অবশ্যই ব্যাংক প্রদত্ত সুবিধাভোগী হিসাবের সম্পূর্ণ ও নির্ভুল তথ্য নিশ্চিত করবেন যা সুবিধাভোগী ব্যাংক দ্বারা গৃহীত। সুবিধাভোগী হিসাবের তথ্যের জন্য ব্যাংক দায়বদ্ধ থাকবে না এবং এ সংক্রান্ত তথ্য যাচাই করবে না।

তহবিল স্থানান্তর ব্যাংকের অধিকার এবং দায়িত্ব

১২.৪ ব্যাংক দ্বারা নির্ধারিত না করা পর্যন্ত, ব্যাংক নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর যেকোনো কিছু অনুসরণ করতে পারবে:

- ক) তহবিল স্থানান্তরের নির্দেশনা প্রত্যাখান করতে পারে;
- খ) তহবিল স্থানান্তরে ব্যাংকের বিবেচনায় যেকোনো রাউটিং ব্যবস্থা ব্যবহার;
- গ) কথায় অথবা কোডের মাধ্যমে তহবিল স্থানান্তর করুন;
- ঘ) তহবিল স্থানান্তরের সময় কোন শব্দ বা কোড যোগ/বাদ দিন যাতে গ্রাহক প্রদত্ত নির্দেশনার হেস্তা না করেই গৃহীত চুক্তি/মান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাংকিং সিস্টেম দ্বারা বাস্তবায়ন করা যায়;
- ঙ) যদি সুবিধাভোগীর হিসাব অন্য মুদ্রায় থাকে তবে তহবিল স্থানান্তরের আগে মুদ্রা রূপান্তর করুন;
- চ) অস্থায়ী বিনিময় হারের ভিত্তিতে তহবিল স্থানান্তর করুন। প্রকৃত বিনিময় হার নির্ণয় করা হলে সমন্বয় করে গ্রাহকের হিসাব থেকে প্রকৃত হার এবং অস্থায়ী হারের পার্থক্য নিরূপণ করে ডেবিট ক্রেডিট করুন।

১২.৫ যদিও ব্যাংক তহবিল স্থানান্তরের চার্জ সংক্রান্ত গ্রাহকের অনুরোধ কার্যকরের চেষ্টা করবে, তবে গ্রাহকের বুঝতে হবে যে, ব্যাংকের শুধু নিজস্ব চার্জের বিষয়ে ক্ষমতা রয়েছে। যেখানে গ্রাহক বিদেশে স্থানান্তরের চার্জ কিংবা অন্য ব্যাংকের চার্জ পরিশোধের অনুরোধ করবে, সেক্ষেত্রে ব্যাংক এই অনুরোধ বাস্তবায়নের জন্য যোগাযোগ করবে, তবে সুবিধাভোগী স্থানান্তরকৃত তহবিলের সম্পূর্ণ পরিমাণ পাবে কিনা তা নির্ভর করবে প্রতিষেধী ব্যাংক বা সুবিধাভোগী ব্যাংক বা সংশ্লিষ্টদের নিয়মের ওপর। যা ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে এবং এক্ষেত্রে ব্যাংকের কোনো দায়ভার থাকবে না।

১২.৬ যেসব ক্ষেত্রে ব্যাংক দায়ী থাকবে না: (ক) যেকোনো ক্ষতি, বিলম্ব, ভুল, তহবিল স্থানান্তরের বার্তা প্রেরণে পরিবর্তন হলে বা বাদ গেলে; (খ) তহবিল স্থানান্তর সংক্রান্ত নির্দেশনা সংক্রান্ত বার্তায় প্রাপকের ভুল ব্যাখ্যা; (গ) ব্যাংকের প্রাপ্তির দিন তহবিল স্থানান্তর প্রক্রিয়া করা হলেও যদি ব্যাংকের রেমিটেন্স বিভাগ সেটি নির্ধারিত সময়ের আগে সেটি গ্রহণ না করে; (ঘ) বন্দোবস্তকারী ব্যাংকের তহবিল সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা; (ঙ) প্রাসঙ্গিক পরিষেবার প্রাপ্যতা-যেমন; প্রযোজ্য মুদ্রার ক্রয়ারি/বন্দোবস্ত সিস্টেম এবং প্রতিষেধী বা সুবিধাভোগী ব্যাংক বা সংশ্লিষ্টদের অবস্থান।

১২.৭ ব্যাংক যদি যুক্তিসঙ্গতভাবে বিশ্বাস করে যে প্রদত্ত বিষয়গুলোর মধ্যে যেকোনোটি সংঘটিত হয়েছে তবে ব্যাংক কোনো প্রকার বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই তহবিল স্থানান্তরের অর্থ প্রদান প্রক্রিয়া বাতিল কিংবা প্রত্যাহার করতে পারে- (ক) গ্রাহকের যে হিসাব থেকে তহবিল স্থানান্তরের নির্দেশনা রয়েছে

সেই হিসাবে পর্যাপ্ত পরিমাণ জমা না থাকলে; (খ) প্রদত্ত নির্দেশনায় অসম্পূর্ণ, ভুল কিংবা অস্পষ্ট তথ্য দিলে; (গ) প্রাসঙ্গিক নির্দেশনা অথবা প্রক্রিয়ায় প্রচলিত আইন বা বিধিনিষেধ লঙ্ঘিত হলে; অথবা (ঙ) তহবিল স্থানান্তরের ক্ষেত্রে গ্রাহক অতিরিক্ত নির্দেশনা বা অনুরোধ করলে, যা ব্যাংকের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়।

তহবিল স্থানান্তর প্রক্রিয়া সম্পর্কিত ইলেকট্রনিক নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে ব্যাংকের দায়িত্ব ও সীমাবদ্ধতা

১২.৮ বাংলাদেশে তহবিল স্থানান্তরের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক ("বিইএফটিএন") অথবা বাংলাদেশ রিয়েল টাইম গ্রুপ সেটেলমেন্ট ("বিডি-আরটিজিএস") অথবা ব্যাংকিং সিস্টেম/নেটওয়ার্ক ব্যবহৃত হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নির্দেশিত নীতিমালা ও পদ্ধতি অনুসরণ করে ব্যাংক গ্রাহকের তহবিল স্থানান্তর সংক্রান্ত নির্দেশনা জমা দিবে। এই ধরনের নেটওয়ার্ক/সিস্টেম পরিচালনার ওপর ব্যাংকের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই; তাই গ্রাহকের নির্দেশনা প্রক্রিয়াকরণের সময়ও ব্যাংকের করার কিছু নেই।

১২.৯ বিইএফটিএন, বিডি-আরটিজিএস অথবা অন্য কোনো সিস্টেম/নেটওয়ার্কজনিত যেকোনো ধরনের ক্ষতি, বিলম্ব, অপ্রাপ্যতা, ব্যর্থতা অথবা ভুলের ক্ষেত্রে ব্যাংকের দায়বদ্ধতা নেই, কারণ এগুলোর নিয়ন্ত্রণের সাথে ব্যাংক জড়িত নয়।

রেমিটেন্স

১২.১০ গ্রাহক সম্মতি প্রদান করে যে, এসবিসি বাংলাদেশের মাধ্যমে গ্রাহক, যেসব রেমিটেন্স গ্রহণ করে (অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক) তা স্থানীয় এবং বৈদেশিক মুদ্রা বিধিমালার সাপেক্ষে সময়ে সময়ে সংশোধিত হবে।

১২.১১ ব্যাংক যেসব অধিকার সংরক্ষণ করে:

- (ক) উদ্যোক্তার তথ্য অসম্পূর্ণ বা ভুল থাকলে ব্যাংক গ্রাহকের আনুকূল্যে, যেকোনো প্রকার অভ্যন্তরীণ রেমিটেন্স বন্ধ করে দিতে পারে এবং গ্রাহকের উদ্ধৃত কোনো পরিণামের জন্য বা বিলম্ব বা অভ্যন্তরীণ রেমিটেন্স প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে ব্যাংক দায়বদ্ধ থাকবে না;
- (খ) গ্রাহকের হিসাবে ঋণের জন্য অভ্যন্তরীণ বা বিদেশি হিসাব হতে গৃহীত যেকোনো অর্থ বৈদেশিক মুদ্রা বিধিমালা অনুযায়ী, যদি অনুমতিহীন রেমিটেন্স উৎস থেকে আসে তবে ব্যাংক তা ফেরত পাঠাতে পারে;
- (গ) নিয়ন্ত্রক সংস্থা বা ব্যাংকের জন্য আবশ্যিক এমন প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের জন্য ব্যাংক অনুরোধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। কেননা এটা ছাড়া রেমিটেন্স প্রক্রিয়া করা সম্ভবপর নয়; (ঘ) প্রচলিত আইন ও বিধি লঙ্ঘন করে এরকম ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ রেমিটেন্স বন্ধ করা হবে।

১২.১২ গ্রাহক সম্মতি প্রদান করে যে, এসব ক্ষেত্রে ব্যাংক গ্রাহকের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে না: (ক) স্থানান্তর, সঞ্চালন অথবা তহবিলের আবেদনে কোন ক্ষতি বা বিলম্বের জন্য প্রভাব পড়লে; বা সঞ্চালন বার্তায় (আক্ষরিক বা সাইফার/সংকেতে লেখা) স্থান করে নেয় অথবা গৃহীত পাটির অপব্যবস্থা যখন গৃহীত হয়; এবং গ্রাহকের যেকোনো ক্রিয়াকলাপ, আইনি প্রক্রিয়া, অথবা দাবি উঠতে পারে এজাতীয় ক্ষতি, বিলম্ব, ভুল অথবা অপব্যবহার জন্য গ্রাহক ব্যাংককে ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত থাকে।

১৩. সুদ, চার্জ এবং ফি

সাধারণ

১৩.১ ব্যাংক তার নিজস্ব বিবেচনায় গ্রাহকের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত পরিষেবার জন্য গ্রাহককে ফি চার্জ করতে পারে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী চার্জের সীমাবদ্ধতা ছাড়া)।

১৩.২ গ্রাহককে হিসাব পরিচালনার সাথে সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক সকল খরচ ব্যাংককে দিতে হবে। এসব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কর, শুল্ক, মূসক অর্ন্তভুক্ত থাকবে।

১৩.৩

সুদের হিসাব

একটি হিসাবের ওপর সুদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

(ক) হিসাবের ক্রেডিট ব্যালান্সের ওপর

(খ) ব্যাংক নির্ধারিত সময়ের ওপর

(গ) ব্যাংক নির্ধারিত সুদের হার

(ঘ) ব্যাংক নির্ধারিত সময়ের ব্যবধানের যৌগিক

১৩.৪ ব্যাংক কর্তৃক যেকোনো সময়ে সংশোধিত সুদের হার জানা যাবে বাংলাদেশের সকল এইচএসবিসি-এর শাখায়, এবং ব্যাংকের ওয়েবসাইটে। যদি সুদের হার শূন্যের ওপরে হয় তবে ব্যাংক নির্ধারিত সময়ের পর গ্রাহকের হিসাবে ক্রেডিট আসবে।

১৩.৫ পূর্ব নোটিশ ছাড়াই ব্যাংকের অধিকার রয়েছে, কোনো হিসাবে সুদ প্রাপ্যতার জন্য ন্যূনতম ক্রেডিট ব্যালান্স নির্ধারণ করার। যদি ক্রেডিট ব্যালান্স ব্যাংক নির্ধারিত সীমার চেয়ে কম হয় তবে সেই হিসাবে সুদ যুক্ত হবে না। ব্যাংক কোনো প্রকার পূর্ব নোটিশ ছাড়াই অসাবধানতাবশত প্রদেয় সুদ ফিরিয়ে নিতে পারে।

১৩.৬ ব্যাংক একটি হিসাবের সুদ প্রাপ্তির জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করতে পারে, এছাড়া কোনো হিসাব বা বিভাগের জন্য অতিরিক্ত শর্তারোপ করতে পারে। যেখানে সুদেও হার বাজেয়াপ্ত, সুদ প্রাপ্তির অযোগ্যতার শর্তাবলী অর্ন্তভুক্ত থাকবে।

১৩.৭ সুদ প্রাপ্ত হওয়ার পর কোন কারণে যদি হিসাব বন্ধ করা হয় তবে যেদিন বন্ধ করা হবে তার আগের দিনের পর্যন্ত সুদ হিসাবে যুক্ত হবে।

১৩.৮ যেখানে কোন মুদ্রার ওপর নেতিবাচক সুদ প্রযোজ্য হয় তখন যেকোনো হিসাবের (ধারা ১৩.৩

এর অধীনে প্রদত্ত পদ্ধতিতে গণনায়) ক্রেডিট ব্যালান্সে নেতিবাচক সুদ আরোপ করার অধিকার ব্যাংকের রয়েছে। যেসব গ্রাহক ব্যাংককে সরাসরি এই নেতিবাচক সুদ প্রদান করবে, সেসব হিসাবে পর্যাপ্ত তহবিল, ওভারড্রাফট বা অন্যান্য সুবিধা থাকার পরও ব্যাংক ডেবিট করবে। যদি ডেবিট হিসাবের অতিরিক্ত হয় তবে গ্রাহক ব্যাংককে বকেয়া সুদের সাথে ওই সংক্রান্ত ফি এবং অন্যান্য খরচ প্রদান করবে।

ফি এবং চার্জ সমূহ

১৩.৯ সকল প্রশাসন, পরিচালনা, পরিষেবা, অর্থ বা অন্যান্য চার্জ ব্যাংকের হিসাব গ্রাহক দ্বারা পরিশোধিত হবে। যেকোনো পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অথবা গ্রাহকের হিসাবের (গুলোর) ক্ষেত্রে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে যে হার ধার্য করা হবে, ব্যাংক তা গ্রাহকের সম্মতিতে তার সব/যেকোনো হিসাব থেকে পূর্ব কোন নোটিশ ছাড়াই কেটে নিতে পারবে এবং ব্যাংক সময়ে সময়ে তার উদ্দেশ্য বিহিত করবে। গ্রাহক তার হিসাবের (গুলোতে) পর্যাপ্ত পরিমাণ ব্যালেন্স রাখতে বাধ্য থাকবে, যেন ব্যাংক হিসাবের ফি অথবা চার্জ কেটে নিতে পারে। হিসাবে অপর্যাপ্ত ক্রেডিট থাকলে ব্যাংক প্রাসঙ্গিক পরিষেবা বাতিলের অধিকার সংরক্ষণ করে।

১৩.১০ ব্যাংক ৩০ দিনের আগাম নোটিশে গ্রাহককে এসএমস/ইমেইল পাঠিয়ে বা ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে ফি, চার্জ ও শুল্ক পরিবর্তন বা সংশোধন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সংশোধিত ফি, চার্জ ও শুল্ক সম্পর্কে জানা যাবে বাংলাদেশের সকল এইচএসবিসি-এর শাখায়, যা হালনাগাদ করা আছে ব্যাংকের পাবলিক ওয়েবসাইটে। সংশোধিত সকল ফি ও চার্জ সম্পর্কে অবগত থাকা একজন গ্রাহকের নিজ দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশে ব্যাংকের যেকোনো শাখা থেকে হিসাব গ্রাহক, ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী সকল ধরনের চার্জ, ফি ও শুল্ক সম্পর্কে অবগত হতে পারে যা সময়ে সময়ে হালনাগাদ হয়।

হংকং অ্যান্ড সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেডে বাংলাদেশ জারিকৃত [আগস্ট ২০২১]

১৩.১১ গ্রাহক প্রদেয় যেকোনো বকেয়া বা প্রদেয় অর্থ ব্যাংক গ্রাহকের হিসাব (প্রত্যয়/সাক্ষি/ suffixes) থেকে ডেবিট করতে পারে এবং নির্ধারিত তারিখ থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত বকেয়ার ওপর সুদ আরোপ (ভ্যাট/সরকারি ভ্যাট সহ) করতে পারে।

১৩.২ ব্যাংক প্রচলিত বিনিময় হার ব্যবহার করে পরিষেবার সাথে সংযুক্ত প্রদেয় অথবা প্রাপ্ত অর্থ মুদ্রা রূপান্তর করতে পারে। এই ধরনের মুদ্রা রূপান্তরের ক্ষেত্রে গ্রাহক অবশ্যই প্রাসঙ্গিক চার্জ পরিশোধ করতে হবে। যদি মুদ্রা রূপান্তর লেনদেন (বা এর অংশ) বাতিল হয়, তবে সংশ্লিষ্ট খরচ এবং বাতিলের কারণে সংঘটিত ক্ষতির দায় গ্রাহকের।

১৪ হিসাব বন্ধ, স্থগিত/বাতিল

১৪.১ কোন কারণ দর্শানো ছাড়াই ব্যাংক যেকোনো গ্রাহকের সাথে তাৎক্ষণিক সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে; গ্রাহকের শুধুমাত্র হিসাব স্থগিতই নয়, স্থগিত/বিচ্ছিন্ন হতে পারে সব ধরনের ব্যাংকিং এবং আনুষ্ঠানিক সুবিধাসমূহ। তবে, উপরে বর্ণিত ক্ষমতা ব্যবহার পূর্বে, পূর্ব অবগতি দিতে হবে, যদি প্রয়োজ্য আইন এবং বিধি দ্বারা অন্যথায় প্রয়োজন না হলে (বা ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি সংরক্ষণ করুন যখন নোটিশ ছাড়াই সমাপ্ত করা যেতে পারে)।

১৪.২ কোনো নোটিশ প্রদান করা ছাড়াই ব্যাংকের যেকোনো হিসাবের উপর (নিয়ন্ত্রণযোগ্য ডেবিট এবং/অথবা ক্রেডিট লেনদেনের) যদি আইনানুগ প্রয়োজন হয়, প্রবিধানমালা বা সংবিধিবদ্ধ আদেশ, অথবা যেকোনো নিয়ন্ত্রণকারী বা বিধিসম্মত কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনে সব ধরনের কর্তৃত্ব করার অধিকার রয়েছে।

১৪.৩ বিদ্যমান আইন সাপেক্ষে গ্রাহক দ্বারা কোন বিচ্যুতির তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া গ্রাহকের সাথে সকল/যেকোনো পরিষেবা বন্ধ এবং বাতিল করার অধিকার ব্যাংকের রয়েছে। প্রদত্ত বিচ্যুতির ক্ষেত্রে:

(ক) গ্রাহক হিসাব সংক্রান্ত যেকোন শর্ত লঙ্ঘন করলে বা শর্ত পালনে ব্যর্থ হলে। উদাহরণস্বরূপ; গ্রাহক কোন লেনদেনে সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হলে বা হিসাব ও পরিষেবার সাথে সম্পর্কিত কোন দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে।

(খ) গ্রাহক কর্তৃক ব্যাংককে দেওয়া কোন প্রতিনিধিত্ব, জামানত বা বিবৃতি (বা করা হয়েছে বলে মনে করা হয়) কোন বস্তগত ক্ষেত্রে ভুল মনে হয় অথবা যেকোনো সময় এটির পুনঃনিরীক্ষণের সময় সত্যতা না পাওয়া যায়; অথবা ব্যাংক যদি মনে করে প্রদত্ত যেকোনো ঘটনা ঘটতে পারে;

(i) ব্যাংক যদি বৈধ আদেশ প্রদান না করে

(ii) গ্রাহক হিসাবের প্রকৃত মালিক নন; অথবা

(iii) গ্রাহকের হিসাব পরিচালনা সক্ষমতা নেই

১৪.৪ একজন গ্রাহক ৩০ দিন পূর্বে লিখিত নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে ব্যাংক হিসাব বন্ধ এবং অন্যান্য সকল সেবা বা সুবিধাসমূহের অবসান ঘটাতে পারে;

১৪.৫ অবসান বা অস্থায়ীভাবে বন্ধের পর, ব্যাংক যেকোনো প্রকারের দায়বদ্ধতা থেকে মুক্তি পাবে। পরবর্তীতে গ্রাহকের প্রদর্শিত যেকোনো চেক বা লেনদেন প্রত্যাখ্যান করার সম্পূর্ণ অধিকার ব্যাংক সংরক্ষণ করে;

১৪.৬ হিসাবের অবসান হতে উদ্ভূত কোন কারণে গ্রাহক ক্ষতিপূরণের জন্য ব্যাংককে দায়ী করতে পারবে, এর একান্ত দায়দায়িত্ব শুধুমাত্র গ্রাহকের।

১৪.৭ গ্রাহককে ব্যাংকের প্রদত্ত কোন সুবিধার অধীনে, কোন ওভারড্রাফটের বকেয়া পরিমাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এমন, অর্জিত সুদ, বিলম্বিত পরিশোধ, দণ্ডমূলক চার্জ, প্রয়োজ্য ফি এবং ব্যাংকের অন্যান্য চার্জ, ইত্যাদি ("অপরিশোধিত দায়") সহ কোন ঋণ/অর্থের সম্পূর্ণ অপরিশোধিত পরিমাণ ব্যাংককে পরিশোধ করতে হবে। পূর্ববর্তী ধারা অনুসারে অবসান, স্থগিতাদেশ, বিচ্ছিন্নতা বা বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও, গ্রাহক এর সাথে সম্পর্কিত সমস্ত চার্জ সহ, সব ধরনের বকেয়ার (প্রকৃতপক্ষে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে), প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে।

দি হংকং অ্যান্ড সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেড বাংলাদেশ কর্তৃক ইস্যুকৃত [অক্টোবর ২০২১]

১৪.৮ একটি অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার পর, সমস্ত আমানতের পরামর্শ, অব্যবহৃত চেক, এইচএসবিসিনেট হার্ড টোকেন (যদি প্রয়োজ্য হয়) এবং অন্যান্য সমস্ত উপকরণ বা নথি, যা ব্যাংক দ্বারা হিসাব চালু বা সেবা গ্রহণের জন্য প্রদান করা হয়েছে, গ্রাহক সেগুলো অবিলম্বে বাতিল করার জন্য ফেরত পাঠাবেন বা নষ্ট করে ফেলবেন।

১৪.৯ ব্যাংক গ্রাহকের হিসাবটি বন্ধ করবে এবং কোন চেক, বিল, কোন আর্থিক বস্ত্ত/দলিলের বিপরীতে অর্থ প্রদান করবে না, বা কোনো লেনদেন বা সেবা প্রদান করবে না যদি, গ্রাহক আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হয় অথবা আইন, লিকুইডেটর বা রিসিভার এবং/অথবা যথাযথ কর্তৃপক্ষের (কেস অনুসারে) সাথে কোন নিয়ন্ত্রকের নির্দেশে তার ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাহলে ব্যাংক যেকোনো ক্রেডিট ব্যালান্স গ্রাহকের নিয়োগকর্তা, রিসিভার, লিকুইডেটর, বা আদালত নির্ধারিত ব্যক্তি স্থানান্তর করবে।

১৫. ব্যাংকের দায়বদ্ধতার সীমাবদ্ধতা

১৫.১ ব্যাংকের কোন পরিষেবা, আর্থিক দলিল বা সুযোগ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো বাধা, বিলম্ব বা ব্যর্থতার (মোট বা আংশিক) জন্য গ্রাহকের যেকোনো ক্ষতি, খরচ, বা ভোগান্তি হলে, যা ব্যাংক বা ব্যাংকের নিয়োজিত প্রতিনিধি বা এজেন্টের নিয়ন্ত্রণের বাইরে, তার জন্য ব্যাংক দায়বদ্ধ থাকবেনা।

১৫.২ কোন অবস্থাতেই গ্রাহক বা অন্য কোন ব্যক্তির কাছে ব্যাংক দায়ী নয়: (ক) সেবা প্রদান ব্যর্থ বা বিলম্বিত হলে এবং এ কারণে কোন সুদ বা লাভের ক্ষয়ক্ষতি হলে বা অভ্যন্তরীণ কোন ক্ষতি হলে, বা (খ) ব্যাংকের নিয়ন্ত্রক বা আইনগত দায়িত্ব পালনের জন্য গ্রাহক সম্পূর্ণ, নির্ভুল এবং যুগোপযোগী তথ্য প্রদানে ব্যর্থ হলে।

১৫.৩ চেক/ দলিল যা বিএসপিএস এর মাধ্যমে অনুমোদিত বা বিইএফটিএন বা বিডি-আরটিজিএস এর মাধ্যমে ডেবিট/ক্রেডিট লেনদেন অথবা অন্য কোন সেটেলমেন্ট/ট্রান্সফার/ক্রিয়ারিং সিস্টেমের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে কার্যকরী হয়েছে, যা পরিচালনা নীতি/ সিস্টেমের নিয়ম অনুসারে প্রয়োজ্য হয়, সেই প্রাসঙ্গিক সিস্টেম/ নেটওয়ার্ক এবং/ অথবা অংশগ্রহণকারী অন্যান্য ব্যাংকের দোষ/অবহেলার কারণে উক্ত সিস্টেম/ নেটওয়ার্কের (যেমনটি হতে পারে) মাধ্যমে কোন চেক/দলিল বা লেনদেনের ব্যর্থতা বা বিলম্বের জন্য (যেমনটি হতে পারে) ব্যাংক দায়ী থাকবে না।

১৬. গ্রাহকের ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব

১৬.১ গ্রাহক (ক) ব্যাংক, (খ) ব্যাংকের এজেন্ট এবং সাব-কন্স্ট্রাক্টর, (গ) ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর দ্বারা উল্লেখিত সকল কর্ম, কার্যক্রম এবং দাবির জন্য খরচ এবং ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করবে:

(i) বিভিন্ন পরিষেবার ব্যবহার বা গ্রাহকের জন্য ব্যাংকের পরিষেবার বিধান, গ্রাহকের জন্য একটি হিসাব চালু রাখা, অথবা এ সংক্রান্ত লেনদেন;

(ii) ব্যাংকের কোন নির্দেশনা আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে পালন বা বাস্তবায়ন না করা বা বিলম্ব করা;

(iii) কোন সেবা বা হিসাবের সাথে জড়িত হিসাব নীতি, প্রয়োজ্য কোন আইন বা যে কোন ধরনের শর্ত পূরণের দায়িত্ব পালনে গ্রাহকের ব্যর্থতা;

(iv) কোন পরিষেবা বা হিসাবের সাথে সম্পর্কিত এবং এখানে থাকা শর্তাবলী অনুসারে ব্যাংকের অধিকারের সংরক্ষণ বা ব্যাংকের ক্ষমতার প্রয়োগ।

১৬.২ যদি এটি প্রমাণিত হয় যে, ব্যাংকের ইচ্ছাকৃত অবহেলা বা জালিয়াতির কারণে কোন নির্দেশনা, কার্যধারা, দাবি, ক্ষতি এবং তহরুফ হয়েছে, তাহলে ১৬.১ ধারা অনুযায়ী গ্রাহক দায়ী হবেনা।

১৬.৩ এই ক্ষতিপূরণের বিধানগুলো হিসাব সংক্রান্ত নীতিমালা, কোন সেবা এবং হিসাবের সাথে সম্পর্কিত কোন প্রয়োজ্য শর্ত ভঙ্গ বা সমাপ্ত হলেও কার্যকর থাকবে।

১৭. ব্যাংকের পূর্বস্বত্ব এবং ছাড়ের অধিকার

১৭.১ ব্যাংকের কাছে গ্রাহকের দায়বদ্ধতা যেকোন সময়: ক) যথার্থ বা শর্ত সাপেক্ষ, বর্তমান, ভবিষ্যৎ বা স্থগিত, মুখ্য বা সহায়ক হতে পারে; খ) শুধুমাত্র গ্রাহকের নিজের বা অন্য কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সাথে করা ঋণ হতে পারে; এবং গ) বিভিন্ন ফি, মূল্য বা সুদ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

১৭.২ হিসাব সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসারে ব্যাংকের অধিকার ক্ষুণ্ণ না করে, আইন বা চুক্তি অনুসারে, ব্যাংক গ্রাহককে কোন আগাম নোটিশ না দিয়ে এই কাজগুলো (বা এর যে কোনোটি) করতে পারে: ক) ব্যাংক যেকোনো হিসাব থেকে, উক্ত হিসাবে পর্যাপ্ত তহবিল, ওভার ড্রাফট বা অন্যান্য সুবিধা সমূহ আছে কিনা সে বিষয়ে নিরপেক্ষ থেকে, গ্রাহকের কোন লোণ/ ঋণ (ফি, মূল্য বা সুদ) ত্রাস করতে পারবে। খ) হিসাবের (গ্রাহকের একাধিক হিসাব সহ) ব্যালেন্স আটকে দিতে, সংযুক্ত করতে বা সংকুচিত করতে পারবে। গ) যেকোনো পরিমাণ অর্থ (ক্রেডিট ব্যালেন্স বা ক্রেডিট ফ্যাসিলিটি রূপে) যেকোনো হিসাবে যুক্ত করতে বা গ্রাহকের কোন ঋণের মীমাংসা করতে প্রেরণ বা হস্তান্তর করতে পারবে। ব্যাংক হিসাব, সেবা, বা এই শর্তগুলোর ভিত্তিতে পরিচালিত হবে (গ্রাহকের অন্যান্য হিসাবের মতোই); এবং ঘ) ঋণ বা গ্রাহকের চাহিদা অনুসারে গ্রাহককে হিসাবে যুক্ত করতে যেকোনো পরিমাণ অর্থ যেকোনো মুদ্রায় পরিশোধ করতে অস্বীকার করতে পারবে। এই অর্থের পরিমাণ ব্যাংক গ্রাহকের ঋণের সমান বা কম পর্যাপ্ত হতে পারে।

১৭.৩ উপরের বর্ণনা অনুসারে, যদি কোন খরচ/ ছাড় দ্বারা সংশ্লিষ্ট হিসাবে যা আছে তার থেকে বেশি মাত্রায় উত্তোলন করা হয়, তাহলে চাহিদার ভিত্তিতে গ্রাহক সেই অতিরিক্ত অর্থ এবং এর উপর ব্যাংক নির্ধারিত ফি, খরচ এবং সুদ সহ ব্যাংককে পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে। যদি ব্যাংক এমন দাবি করে, বা ব্যাংক দ্বারা সঠিক মনে হয়েছে এমন অবস্থায় তার আগে উল্লেখিত শর্তাবলী অবিলম্বে প্রয়োজ্য হবে।

১৭.৪ ইতোপূর্বে উল্লিখিত শর্তানুসারে, গ্রাহক বা গ্রাহকের প্রতিনিধিত্বকারী কোন ব্যক্তির (ব্যক্তিবর্গের) মৃত্যু বা সত্যিকারের অক্ষমতা ব্যাংকের অধিকারকে কোনভাবে প্রভাবিত করতে পারবেনা।

১৭.৫ গ্রাহক স্বীকার করবে এবং মানবে যে, যেকোনো সময়, ব্যাংকের কাছে গ্রাহকের সর্বমোট ঋণ কর্তন বা প্রদানের পর যে দায় রয়েছে তা হিসাবের মোট ক্রেডিট ব্যাল্যান্স বা ক্রেডিট সুবিধাকে অতিক্রম করবেনা।

১৮. গ্রাহকের সাথে যোগাযোগ

১৮.১ গ্রাহক এটা নিশ্চিত করে যে, ব্যাংকে সরবরাহকৃত সকল তথ্য তার জানা মতে সঠিক এবং হালনাগাদ কৃত। ব্যাংক গ্রাহক বা গ্রাহকের অনুমোদিত ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করতে (চিঠি, টেলিফোন কল, এসএমএস, ফ্যাক্স, ই-মেইল এড্রেস এবং ফ্যান্স নাম্বার) গ্রাহক দ্বারা সরবরাহকৃত (বা প্রয়োজন অনুসারে অনুমোদিত ব্যক্তি) যোগাযোগের তথ্য এবং ব্যাংকের রেকর্ড (গ্রাহকের সন্নিবেশিত অফিস, পোস্টাল এড্রেস, টেলিফোন নাম্বার, ইমেইল এড্রেস এবং ফ্যাক্স নাম্বার) ব্যবহার করতে পারে।

১৮.২ ব্যাংক গ্রাহকের (অনুমোদিত ব্যক্তির) সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে পারে যদি ব্যাংকের মতে, গ্রাহক বা তার অনুমোদিত ব্যক্তির সাথে উক্ত যোগাযোগে ব্যর্থ হয়।

১৮.৩ যেকোনো ব্যক্তিগতভাবে প্রেরিত বার্তা, যা পোস্ট, অনুলিপি প্রেরণ, টেলেগ্ৰাম ইমেইল গ্রাহক (প্রয়োজন অনুসারে অনুমোদিত ব্যক্তি) দ্বারা গৃহীত হিসেবে বিবেচিত হবে। যেখানে ব্যক্তিগতভাবে প্রেরণ করা হয় সেখানে ব্যক্তিগতভাবে হস্তান্তর করা হয়। অথবা গ্রাহক দ্বারা ব্যাংকে সরবরাহকৃত সর্বশেষ ঠিকানা লিখিতভাবে প্রেরণ করা হয়, যেখানে ঠিকানা যদি এমন হয় যা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে; যেখানে পোস্ট করার ৪৮ ঘণ্টা পর পৌঁছে যায়, এবং ঠিকানা যদি বাংলাদেশের বাইরে হয় যেখানে সাত দিন পর পৌঁছায়। আবার যেখানে অনুলিপি প্রেরণ, টেলেগ্ৰাম ইমেইলের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয় সেগুলো প্রেরণের পর পরই ফার্মিলে বা টেলেগ্ৰাম নাম্বার বা ইমেইল এড্রেসে পৌঁছে যায়। এসব ক্ষেত্রে গ্রাহকের সর্বশেষ হালনাগাদকৃত তথ্য ব্যবহার করা হয়। গ্রাহক এবং/ অথবা অনুমোদিত ব্যক্তি কর্তৃক সঠিকভাবে ব্যাংককে প্রেরিত বার্তা ব্যাংকিং সময়ের মধ্যে প্রেরিত হলে সেটি গৃহীত হয়েছে বলে বিবেচনা করা হয়। ব্যাংকের ট্যারিফ অনুসারে কুরিয়ার খরচ বাবদ একটি চার্জ কেটে রাখা হয় (যদি প্রযোজ্য হয়)।

১৮.৪ গ্রাহক বা তার উত্তরাধিকারীকে সব ধরনের বার্তা এমনভাবে প্রেরণ করতে হবে যেন সেটি যথাযথ এবং ব্যাংক দ্বারা গ্রহণযোগ্য হয়। যদি বার্তাটি ব্যাংকের গ্রহণযোগ্যতা অনুসারে যথাযথ না হয় তাহলে ব্যাংক সেসব বার্তা আমলে নেয়না। এমন বার্তা আমলে না নেবার কারণে যদি গ্রাহককে কোন ক্ষয়ক্ষতি বা ভোগান্তির সম্মুখীন হতে হয় তাহলে কোনভাবেই ব্যাংক দায়ী থাকবেনা।

১৮.৫ গ্রাহককে অবশ্যই ব্যাংককে অবহিত করতে হবে যদি নিচে উল্লিখিত যে কোনটির পরিবর্তন ঘটে (বিভিন্ন সময়ে ব্যাংক দ্বারা নির্দেশিত ও গৃহীত পদ্ধতি অনুসারে):
ক) ঠিকানা বা কনটাক্ট সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য;
খ) ডিরেক্টর, শেয়ার হোল্ডার, অংশীদার বা কন্ট্রোলার (যেভাবে প্রযোজ্য);
গ) আইনি অবস্থা; বা
ঘ) প্রাতিষ্ঠানিক কাগজপত্র

১৮.৬ ধারা ১৮-এর এই বিধান অন্য কোন শর্ত বা নিয়মের কার্যকারিতাকে সীমিত বা খর্ব করেনা, যদি: ক) ব্যাংকের মাধ্যমে গ্রাহককে ইস্যুকৃত হিসাব বিবৃতি, লেনদেন সংক্রান্ত পরামর্শ বা অনুমোদন প্রদান করে; অথবা খ) গ্রাহক কর্তৃক ব্যাংককে নির্দেশনা প্রদান করে।

১৯) নিষ্ক্রিয় এবং দাবিদারহিসাব

১৯.১ একটানা ১২ (বারো) মাস (ব্যাংক কর্তৃক লেনদেন/কার্যক্রম ব্যতীত) অকার্যকর/ নিষ্ক্রিয় থাকা হিসাব গুলোকে ব্যাংক কর্তৃক "নিষ্ক্রিয়" হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হবে। চলতি হিসাব যা এক বছরের জন্য নিষ্ক্রিয় অবস্থায় আছে এবং সঞ্চয়ী হিসাব যা দুই বছরের জন্য নিষ্ক্রিয় অবস্থায় আছে সেগুলোকে "দাবিদারহীন" হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হবে।

১৯.২ গ্রাহক ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে পুনরায় হিসাব সক্রিয় না করা পর্যন্ত এটি নিষ্ক্রিয় বা দাবিদারহীন হিসাব রূপে থাকবে এবং কোন লেনদেন করতে পারবে না।

১৯.৩ কোন দাবিদারহীন আমানত, ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১-এর ধারা -৩৫ এর বিধান অনুসারে এবং প্রযোজ্য নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকা অনুযায়ী কাজ করবে।

২০. হিসাব বিবরণী

২০.১ হিসাব বিবরণী (অব্যবহৃত বা বেওয়ারিশ হিসাব ছাড়া) মাসিক/ ত্রৈমাসিক বা এরকম অন্য কোন সময়ের ব্যবধানে ইস্যু করা হয়। এটি গ্রাহকের নির্দেশনা অনুসারে এবং/ অথবা ব্যাংক দ্বারা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। যদি নির্ধারিত সময়ের আগের তুলনায় অধিক হারে স্টেটমেন্ট এর আবেদন বেড়ে যায় বা নকল স্টেটমেন্টের দরকার হয়, অথবা স্বাক্ষরকৃত স্টেটমেন্টের কপি দরকার হয়, তাহলে কার্যকারী ট্যারিফ অনুসারে চার্জ ধার্য করা হবে।

২০.২ কোন হিসাবের স্টেটমেন্ট গ্রহণের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে গ্রাহক প্রতিটি স্টেটমেন্ট জালভাবে পরীক্ষা করবে এবং সকল এন্ট্রি, এবং উক্ত লেনদেন চেক করতে সম্মত থাকবে। লেখায় যদি কোন ধরনের অমিল, বাদ, ভুল, বা বৈসাদৃশ্য থাকে তাহলে অথবা হিসাবে স্টেটমেন্টের লেনদেনের তথ্য সংক্রান্ত প্রতারণা, এবং জালিয়াতি, যে কোন কিছু থেকে উদ্ভূত সমস্যা হোক না কেন, স্টেটমেন্ট গ্রহণের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে হিসাবের স্টেটমেন্টটি সম্পর্কে ব্যাংকে লিখিতভাবে জানাতে হবে। এমন যেকোনো লিখিত নোটিশের অভাবে এটাই প্রমাণিত হবে যে, গ্রাহক ঐ ক্রটিপূর্ণ হিসাবের সব তথ্য মেনে নিচ্ছে এবং এ ক্ষেত্রে উপরের সমস্যাটি নিয়ে ব্যাংকের

বিরোধিতা করার অধিকার সে পরিত্যাগ করবে।

২১. বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন

২১.১ প্রযোজ্য আইন ও বিধি সাপেক্ষে, যদি কোন লেনদেনের জন্য কোন মুদ্রাকে অন্য মুদ্রায় রূপান্তর করা প্রয়োজন হয় বা কোন লেনদেনের জন্য উপযুক্ত হয়, তাহলে রূপান্তরিত হওয়ার সময় ব্যাংকের প্রচলিত বিনিময় হার অনুসারে বা গ্রাহক এবং ব্যাংকের সম্মতিতে অন্যান্য হারে কার্যকর হবে। অন্য কোন সময়ে ব্যাংকের প্রদত্ত কোন বিনিময় হার ব্যাংক যে হারে রূপান্তর করেছিল তার থেকে ভিন্ন হতে পারে এবং এটি শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য ব্যবহৃত হবে।

২১.২ একটি মুদ্রা রূপান্তর লেনদেন করার আগে, ব্যাংক গ্রাহককে তথ্য বা নথিপত্র সরবরাহ করতে বলতে পারে যাতে প্রমাণ করা যায় যে, এই ধরনের লেনদেন সমস্ত প্রযোজ্য আইন এবং নীতিমালা, একই সাথে কোন নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ, সরকারী সংস্থা (কর কর্তৃপক্ষ সহ), অর্থ ছাড় বা সেটেলমেন্ট ব্যাংক, বিনিময় বা শিল্প বা স্ব-নিয়ন্ত্রক সংস্থা দ্বারা বিভিন্ন সময়ে জারি করা নীতিমালার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। যদি ব্যাংক গ্রাহক দ্বারা প্রদত্ত তথ্য বা নথিপত্র নিয়ে সন্তুষ্ট না হয়, তাহলে ব্যাংকের মুদ্রা রূপান্তর লেনদেন অস্বীকার করার অধিকার রয়েছে।

২২. অনুমোদন

২২.১ গ্রাহক নিশ্চিত করে যে (i) গ্রাহক, (ii) গ্রাহকের সহায়ক সংস্থা গুলোর কেউ, অথবা গ্রাহকের পরিচালক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, এজেন্ট বা সহযোগী বা গ্রাহকের সহায়তাকারীদের মধ্যে যে কেউই, এমন কোন ব্যক্তি বা সত্তা ("ব্যক্তি") নয়, যে, নিচে উল্লিখিত কোন ব্যক্তির মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন: ক) ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব ট্রেজারিস অফিস অব ফরেইন এ্যাসেটস কন্ট্রোল দ্বারা পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত কোন নিষেধাজ্ঞা, দি ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব স্টেট, জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ব্রিটিশ রাজকোষ, হংকং মুদ্রা কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন প্রাসঙ্গিক মুদ্রা ছাড় বা অনুমোদন কর্তৃপক্ষ (সম্মিলিতভাবে, "অনুমোদন"); অথবা (খ) ক্রিমিয়া অঞ্চল, কিউবা, ইরান, উত্তর কোরিয়া, সুদান এবং সিরিয়া সহ অন্য কোন দেশ বা অঞ্চলে অবস্থিত, গঠিত বা স্থানীয় যেটি বা যারা নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত।

২২.২ গ্রাহক সম্মত হন যে, গ্রাহক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন হিসাবের তহবিল বা ব্যাংকের দ্বারা প্রদত্ত অর্থায়ন ব্যবহার, ধার, চাঁদা অথবা এই ধরনের তহবিল কোন সহায়ক, যৌথ উদ্যোগের অংশীদার বা অন্য ব্যক্তিকে প্রদান করবে না: (ক) নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত এমন কোন ব্যক্তির সাথে, বা যেকোনো দেশ বা অঞ্চলের কোনো কার্যক্রম বা ব্যবসার জন্য অর্থায়ন করা; অথবা (খ) অন্য কোন পদ্ধতিতে, যা কোন ব্যক্তির দ্বারা নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন হিসেবে গণ্য করা হয়।

২২.৩ এই অ্যাকাউন্ট রুলসের অধীনে ব্যাংকের অন্য কোন অধিকারের প্রতি কোনোরকম বাধা ছাড়াই ব্যাংক নিম্নলিখিত অধিকারগুলো সংরক্ষণ করে এবং এই অধিকারগুলো প্রয়োগের ফলে গ্রাহক যে ক্ষতি, খরচ/ ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে তার জন্য ব্যাংক দায়ী থাকবে না:
(i) প্রযোজ্য অনুমোদন আইন বা নীতিমালা, এইচএসবিসি এর অনুমোদন নীতিমালা বা লেনদেন যা এইচএসবিসি- এর ব্লক প্রবৃত্তি বহির্ভূত লেনদেন বন্ধ করা, প্রত্যাখ্যান করা বা অন্যথায় পতন ঘটানো।
(ii) সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষকে অনুমোদন আইন ভঙ্গের বিষয়ে (গ্রাহক কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা আইন এড়ানোর চেষ্টা সহ) রিপোর্ট করা।

২৩. আর্থিক অপরাধ ব্লকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

২৩.১ অ্যাকাউন্ট রুলস পালনের লক্ষ্যে, "আর্থিক অপরাধ ব্লকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম" নিচের সবগুলো বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে:

ক) গ্রাহক বা গ্রাহকের পক্ষ থেকে প্রদান করা যেকোনো নির্দেশনা, যোগাযোগ, টাকা উত্তোলনের আবেদন, কোন সেবা গ্রহণের আবেদন, বা কোন লেনদেনের উপর নজরদারি, বাধা প্রদান, এবং তদন্ত করা,
খ) জমা প্রদানকৃত টাকার উৎস, বা প্রাপকের তথ্য সংগ্রহ,
গ) গ্রাহকের তথ্যের সাথে সম্পৃক্ত এইচএসবিসি গ্রুপের অধিকৃত অন্যান্য তথ্য মিলিয়ে দেখা,
ঘ) অর্থ ছাড়ের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি বা সংস্থা সম্পর্কে আরও তদন্ত করা অথবা গ্রাহক বা তার সংযুক্ত ব্যক্তির পরিচয় ও সত্যতা খতিয়ে দেখা।

২৩.২ এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ব্যাংক এবং এইচএসবিসি গ্রুপের আর্থিক অপরাধ ব্লকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রাহকের কোন আবেদন বা নির্দেশনা আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে বিলম্বিত, প্রতিরোধ, বা প্রত্যাখ্যান করতে পারে। আইনের সম্ভাব্য অনুমোদন অনুসারে, গ্রাহক বা তৃতীয় পক্ষের কারণে বা সম্মিলিতভাবে বা আর্থিক অপরাধ ব্লকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম দ্বারা গৃহীত কোন পদক্ষেপের কারণে গ্রাহক বা অন্য কোন তৃতীয় পক্ষের কোন ক্ষয়ক্ষতি বা অপব্যয় সাধিত হলে সেজন্য ব্যাংক বা এইচএসবিসি গ্রুপের কোন সদস্য দায়ী থাকবে না।

২৪. কর প্রতিপালন

২৪.১ গ্রাহক সম্মতি প্রদান করেন যে, শুধুমাত্র গ্রাহক নিজেই ব্যাংক বা এইচএসবিসি গ্রুপের সদস্যদের প্রদানকৃত কোন সেবা বা হিসাব খোলা ও ব্যবহারের সাথে জড়িত বিভিন্ন কর সংক্রান্ত নিয়ম নীতি (কর প্রদান বা রিটার্ন ও সব ধরনের করের এর জন্য প্রয়োজনীয় দলিল প্রদর্শন সহ) পালন ও ভালোভাবে বোঝার জন্য দায়ী থাকবেন। প্রত্যেক সম্পৃক্ত ব্যক্তি, যারা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সম্পৃক্ত ব্যক্তি হিসেবে কাজ করবে (এবং তাদের ব্যক্তিগত সামর্থ্য অনুযায়ী নয়) তারা তাদের নিজ দায়িত্বে একই স্বীকৃতি দেবেন।

২৪.২ বেশ কিছু দেশে গ্রাহক বা সম্পৃক্ত ব্যক্তির স্থায়ী বাসস্থান, আবাসস্থান, নাগরিকত্ব বা কর্মসংস্থান নিয়ে করের বিধান ছাড়াও করের অন্য নিয়ম থাকতে পারে। ব্যাংক বা এইচএসবিসি

গ্রুপের কোন সদস্য কর নিয়ে কোনরূপ পরামর্শ দেয় না। গ্রাহককে স্বাধীনভাবে আইনি বা কর পরামর্শ নিতে অনুরোধ করা হলো। এইচএসবিসি ব্যাংক বা এর কোন সদস্য হিসাব খোলা বা অন্য কোন সেবা প্রদান করলেও, এর সাথে এইচএসবিসি ব্যাংক বা এর কোন সদস্য গ্রাহকের কর সংক্রান্ত দায় দায়িত্ব নিয়ে কোনভাবে দায়ী থাকবেনা।

২৫. গ্রাহক তথ্য/উপাত্ত

গ্রাহকের তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ, ব্যবহার, প্রকাশ ইত্যাদি

২৫.১ গ্রাহক সম্মতি প্রদান করেন এবং সন্দেহাতীত ভাবে মেনে নেবেন যে, ব্যাংক তার প্রয়োজনে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এবং বাইরে (অন্যদের মধ্যে) নিচে উল্লিখিত কারণে বা অন্য যে কোন কারণ বা নিচের কারণ গুলোর সাথে সম্পর্কিত/ জড়িত কারণে গ্রাহকের তথ্য সংগ্রহ, ব্যবহার, সংরক্ষণ, যাচাই বাছাই, হস্তান্তর এবং শেয়ার করতে পারবে:

- হিসাব এবং সেবার সাথে জড়িত কোন আবেদন, নির্দেশনা, বা অন্য কোন অনুরোধের ভিত্তিতে;
- গ্রাহক কোন হিসাব, সেবা বা যে কোন লেনদেন যাচাই বাছাই, রিভিউ, অনুমোদন, পরিচালনা, নির্দেশনা বা সম্পাদন/ সরবরাহের আবেদন করলে বা এখতিয়ারে থাকলে;
- প্রতিপালন বাধ্যবাধকতার স্বার্থে
- আর্থিক অপরাধ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করতে
- গ্রাহকের কাছে এবং যারা গ্রাহকের দায়বদ্ধতার গ্যারান্টি বা নিরাপত্তা প্রদান করে তাদের কাছ থেকে ঋণ সংগ্রহ করার কাজে
- অর্থ ছাড়ের চেক বা ছাড় সংক্রান্ত তথ্য পেতে বা প্রদান করতে
- সেবা প্রদান সংক্রান্ত ব্যাংকের নিয়ম নীতি প্রয়োগ, জারি বা সংরক্ষণে
- ব্যাংকের বা এইচএসবিসি গ্রুপের যে কোন সদস্যের অধিকার ব্যবহার, প্রয়োগ বা রক্ষা করার কাজে
- ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা বা এইচএসবিসি গ্রুপের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা (ক্রেডিট এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, সিস্টেম বা পণ্য উন্নয়ন এবং পরিকল্পনা, বীমা, নিরাপত্তা, পরিদর্শন এবং প্রশাসনিক, ত্রুটি, ব্যবস্থাপনা এবং শাসনের উদ্দেশ্য সহ;
- ব্যাংকের ক্রেডিট এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত মডেল তৈরি এবং রক্ষণাবেক্ষণ;
- গ্রাহকের চলমান ক্রেডিট যোগ্যতা এবং যারা গ্রাহকের নিরাপত্তা বা গ্যারান্টি প্রদানকারীদের তাদের যোগ্যতা নিশ্চিত করা;
- গ্রাহকের নিকট (এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের নিকট প্রয়োজ্য আইন অনুসারে) হিসাব বা সেবা বা সংশ্লিষ্ট পণ্য ও সুযোগ সুবিধার বিপণন, নকশা, উন্নতি বা বর্ধন করা এবং বাজার গবেষণা ও বিশ্লেষণ করা।
- গ্রাহকের কাছে বা যারা গ্রাহকের দায়বদ্ধতার গ্যারান্টি বা নিরাপত্তা প্রদান করে তাদের কাছে বা গ্রাহক দ্বারা ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ করা;
- গ্রাহককে প্রদত্ত পরিষেবার কোনো অংশের স্থানান্তর, নিয়োগ বা উপ-চুক্তি বিধান এবং ব্যাংক দ্বারা প্রদানকৃত কোন পরিষেবার কোনো কার্যক্রমের রিসিপিট, তার বিক্রোতা, ঠিকাদার/ পরিষেবা প্রদানকারীদের কাছ থেকে গ্রহণ;
- কোন বাধ্যবাধকতা, প্রয়োজনীয়তা বা ব্যবস্থা যা ব্যাংক বা ব্যাংকের কোন শাখা অথবা এইচএসবিসি গ্রুপের কোন সদস্য কর্তৃক নিচে উল্লিখিত পয়েন্ট অনুসারে মেনে চলতে হয়:

- কোন আইন, বিচারিক আদেশ বা রায়, নিয়ম নীতি বা বাধ্যবাধকতায় সম্মতি;
- সরকার, নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত বা জারি করা কোন কোড, পদ্ধতি, নির্দেশনা বা নির্দেশিকা;
- সন্দেহজনক লেনদেন কার্যক্রমের তথ্য সহ নিয়ন্ত্রক প্রতিবেদন;
- এইচএসবিসি গ্রুপের সমস্ত বা যে কোন অংশের এখতিয়ার সহ কোন সরকার বা নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের সাথে বর্তমান বা ভবিষ্যতের চুক্তি বা অন্যান্য অঙ্গীকার বা বাধ্যবাধকতা; অথবা
- সরকার বা নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের মধ্যে কোন চুক্তি বা মধ্যস্থতা;

(xv) এইচএসবিসি গ্রুপের মধ্যে তথ্য উপাত্তের আদান-প্রদানের কোনো বাধ্যবাধকতা, প্রয়োজনীয়তা, নীতি, পদ্ধতি, ব্যবস্থা বা সমঝোতা বা তথ্য ও উপাত্তের অন্য কোন ব্যবহার, আর্থিক অপরাধ শনাক্তকরণের অনুমোদন বা প্রতিরোধ বা চিহ্নিত করণের কোন প্রোগ্রাম অনুসারে সম্পন্ন করা;

(xvi) সরকার, নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কোন বাধ্যবাধকতা, আদেশ, চাহিদা বা অনুরোধ পূরণ করা;

(xvii) ব্যাংকের প্রকৃত বা প্রস্তাবিত নিয়োগকর্তা, অংশগ্রহণকারী বা উপ-অংশগ্রহণকারীকে গ্রাহকের বিষয়ে ব্যাংকের অধিকারের নিয়োগ অনুসারে, অংশগ্রহণ বা উপ-অংশগ্রহণের বিষয় হিসেবে লেনদেনের মূল্যায়ন করতে সক্ষম করা;

(xviii) গ্রাহকের সাথে ব্যাংক বা এইচএসবিসি গ্রুপের সামগ্রিক সম্পর্ক বজায় রাখা; এবং

(xix) উপরোক্ত যেকোনো একটি সম্পর্কিত বা সমতুল্য বিষয়।

২৫.২ ব্যাংক প্রয়োজন মনে করলে (যে কোন স্থানে, বাংলাদেশের বাইরে হলেও) নিম্নে উল্লিখিত ব্যক্তিদেরকে গ্রাহকের তথ্য হস্তান্তর, শেয়ার, আদান প্রদান, এবং প্রকাশ করতে পারে (যে কোন প্রয়োজনীয় এবং যৌক্তিক কারণে):

- এইচএসবিসি ব্যাংকের যে কোন সদস্য
- যে কোন সাব-কন্ট্রোলার, প্রতিনিধি, সেবা প্রদানকারী, প্ল্যাটফর্ম/ সিস্টেম প্রোভাইডার/ অপারেটর, বা ব্যাংক বা এইচএসবিসি গ্রুপের সাথে সংযুক্ত (তাদের কর্মী, প্রতিনিধি, এজেন্ট, ঠিকাদার, পেশাদার উপদেষ্টা, পরিচালক এবং অফিসার)।
- কোন সরকার বা নীতি নির্ধারক কর্তৃপক্ষ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, আদালত বা বিচারিক প্রধান, তাদের অনুরোধ, চাহিদা, বা প্রয়োজনীয়তা অনুসারে;
- গ্রাহকের পক্ষ থেকে পেমেন্ট গ্রহণকারী, সুবিধা গ্রহণকারী, হিসাবের উত্তরাধিকারী,

মধ্যস্থতাকারী, সংবাদ দাতা ও এজেন্ট ব্যাংক, বন্দোবস্তের ব্যবস্থাকারী, উইদহোল্ডার এজেন্ট, বিনিময় বা বানিজ্যের আধার, লেনদেন ব্যবস্থা, এবং প্ল্যাটফর্ম/ অপারেটর প্রদানকারী, ঋণ সংগ্রহ সংস্থা, স্টক এজেন্ট, যে সব কোম্পানিতে গ্রাহকের জামানতে সুদ রয়েছে (যখন গ্রাহকের জন্য সেই নিরাপত্তা ব্যাংক দ্বারা গৃহীত হয়);

(v) তৃতীয় পক্ষের পুরস্কার, বিশ্বস্ততা, সহ প্রচার, এবং সুবিধা প্রদানকারী, এইচএসবিসি ব্যাংকের সহ প্রচারক বা এইচএসবিসি ব্যাংকের যে কোন সদস্য;

(vi) লেনদেনের সাথে জড়িত কোন পক্ষ যে সুদ অর্জন করছে, বা কোন ঝুঁকি গ্রহণ করছে অথবা সেবার সাথে জড়িত

(vii) অন্যান্য ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ক্রেডিট রেফারেন্স এজেন্সি বা ক্রেডিট ব্যুরো;

(viii) কোন এইচএসবিসি/এইচএসবিসি গ্রুপ ব্যবসায়িক স্থানান্তর, নিষ্পত্তি, একীভূতকরণ বা অধিগ্রহণের সাথে সম্পর্কিত;

(ix) এইচএসবিসি বাংলাদেশের গোপনীয়তার দায়িত্ব থাকা ব্যক্তি বা এইচএসবিসি গ্রুপের সদস্য যারা এই ধরনের তথ্য গোপন রাখার দায়িত্ব নিয়েছেন।

২৫.৩ সাধারণ অগ্রগতিতে কোন সীমাবদ্ধতা বা ক্ষতি ছাড়াই গ্রাহক সম্মত হবেন যে, ব্যাংক গ্রাহককে প্রদানকৃত সেবার যেকোনো অংশ কোন তৃতীয় পক্ষ বা/ এবং এইচএসবিসি গ্রুপের অন্য কোন সদস্যকে (অন্য কোন ক্ষেত্র বা এলাকারই হোক না কেন) হস্তান্তর বা উপ চুক্তির ব্যবস্থা করতে পারে। গ্রাহক সম্মত হয় যে, এ ধরনের হস্তান্তর/ উপ চুক্তির প্রয়োজনীয় বা যথাযথ কারণে ব্যাংক গ্রাহকের যেকোনো তথ্য শেয়ার করতে পারে।

২৫.৪ ব্যাংক, গ্রাহক, হিসাব, সেবা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নিয়ম বা শর্ত যা ব্যাংকের কাছে গ্রাহক ও ব্যাংকের সেবার জন্য যথাযথ বলে গণ্য হবে, বিভিন্ন সময়েই ব্যাংক এ ধরনের যাচাই বাছাই করতে পারে। গ্রাহক এ ধরনের সকল তথ্য, বিবরণ, এবং নথিপত্র ব্যাংককে প্রদান করতে সম্মত হবে যার মাধ্যমে ব্যাংক বিভিন্ন সময়ে গ্রাহকের অবস্থা, পরিপ্রেক্ষিত, এবং লেনদেন সম্পর্কে অবগত বা সন্তুষ্ট হতে পারে। গ্রাহক এটি নিশ্চিত করে যে, বিভিন্ন সময়ে ব্যাংককে প্রদানকৃত তথ্য, বিবরণ এবং নথিপত্র সম্পূর্ণ, সঠিক এবং সত্য এবং এতে কোন যে কোন সময়ে কোন ধরনের পরিবর্তন হলে গ্রাহক অবিলম্বে ব্যাংককে এ বিষয়ে লিখিত ভাবে অবহিত করবে।

গ্রাহকের দায় দায়িত্ব।

২৫.৫ হিসাব, সেবা, লেনদেন ইত্যাদি সংক্রান্ত যে কোন তথ্য, নথিপত্র, রেকর্ড এবং উপাত্ত নিরাপদে রাখতে অবশ্যই গ্রাহককে দায়বদ্ধ হতে হবে। তাদের চেক বই, পিন কোড/ পাসওয়ার্ড, ব্যাংকের নিরাপত্তা ডিভাইস, একাউন্ট স্টেটমেন্ট ইত্যাদি কোন অননুমোদিত ব্যক্তিকে প্রদান করা যাবেনা এবং সব সময় এগুলোকে নিরাপদে রাখতে হবে।

২৫.৬ গ্রাহক এটি স্বীকার করবে যে, গ্রাহক সংক্রান্ত তথ্য আপ টু ডেট রেখে পটভূমি শনাক্ত এবং নিরূপণ করার জন্য ব্যাংককে যথেষ্ট সচেতন থাকতে হয়। গ্রাহক এ ধরনের বিবৃতিতে স্বাক্ষর করতে সম্মত হবে, এক্ষেত্রে ব্যাংক দ্বারা অনুরোধকৃত সকল তথ্য, উপাত্ত, রেকর্ড এবং নথিপত্র গ্রাহক নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই প্রদান করবে।

২৫.৭ যদি ব্যাংক বা এইচএসবিসি গ্রুপের কোন সদস্যকে বিভিন্ন সময়ে সরবরাহকৃত গ্রাহকের তথ্য কোন পরিবর্তন হয় (ব্যাংককে না জানানো হলে) তাহলে ৩০ দিনের মধ্যে গ্রাহক ব্যাংককে লিখিতভাবে জানাবে। যদি ব্যাংক বা এইচএসবিসি গ্রুপের কোন সদস্য কোন তথ্য দাবি করে তাহলে তৎক্ষণাৎ জবাব দিতে সম্মত হবে।

২৫.৮ গ্রাহক সম্মতি প্রদান করে যে, কোন প্রায়োগিক উপাত্ত সংরক্ষণ আইন বা গোপনীয়তা আইন পালনে বিভিন্ন সময়ে ব্যাংকের প্রয়োজনে, হিসাব নীতিতে বর্ণিত শর্তানুসারে ব্যাংক গ্রাহকের সকল তথ্য ব্যবহার, সংরক্ষণ, প্রকাশ, যাচাই বাছাই এবং আদান প্রদান করতে পারবে। যদি এই হিসাব সংক্রান্ত নীতির শর্ত পালনে গ্রাহক ব্যর্থ হয়, তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে লিখিত আকারে ব্যাংককে জানাতে হবে। গ্রাহকের এ ধরনের নিয়ম নীতি ও শর্ত পালনে ব্যর্থতার ফলে কোন প্রকার ক্ষয়ক্ষতি, অপব্যয়, বা অর্থের তছরুফ হয়, তাহলে ব্যাংকের প্রতি অহিংস থাকবে।

২৫.৯ কোন স্থানীয় বা বৈদেশিক আইন, ব্যবস্থাপনা, বা নিয়ম অনুসারে কোন কর/রাজস্ব কর্তৃপক্ষ দ্বারা তথ্য প্রদানের (“কর সংক্রান্ত তথ্যের আবেদন”) আবেদন মেনে চলতে এবং/ বা ব্যাংকের কর সংক্রান্ত বিবৃতি এবং হিসাব রক্ষণের দায়িত্ব পালন করতে, গ্রাহক সম্মত হয় যে, ব্যাংক গ্রাহকের সরবরাহকৃত তথ্যের ভিত্তিতে উক্ত কর/রাজস্ব কর্তৃপক্ষকে ঐ গ্রাহকের ব্যক্তিগত করের তথ্য, আর্থিক তথ্য বা অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করতে গ্রাহকের যে কোন তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, ব্যবহার, যাচাই বাছাই, প্রকাশ করতে পারবে। যখন ব্যাংক কোন লিখিত আবেদন (“আবেদন”) অনুমোদন করে, তখন গ্রাহক ব্যাংককে যেকোনো ব্যক্তিগত কর সংক্রান্ত তথ্য, আর্থিক তথ্য, অথবা অতিরিক্ত তথ্য যা ঐ আবেদন পত্রে (ব্যক্তিগতভাবে বা সামগ্রিক ভাবে, “প্রয়োজনীয় তথ্য”) চাওয়া হয়েছে, সেগুলো প্রদান করতে সম্মত হবে।

২৫.১০ যদি গ্রাহক ব্যাংককে যেকোনো প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করতে ব্যর্থ হয় বা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যাংক দ্বারা আবেদনপত্রে নির্দেশিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে অসমর্থ হয়, তাহলে ব্যাংক হিসাবের জন্য যথাযথ সিদ্ধান্ত নিতে পারে। হিসাবটি যদি একইসাথে কর সংক্রান্ত তথ্যের আবেদনের নীতিমালা পালনে ব্যর্থ হয় বা হিসাবটি কর/ রেভিনিউ কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্টিং হলে চিহ্নিত হয়, ব্যাংককে এক্ষেত্রে কর রিপোর্টিং ও একাউন্টিং নীতিমালা পালন করতে হবে।

২৫.১১ হিসাব নীতিমালার শর্তে কোন প্রকার ক্ষতি বা ব্যাংকের কর্তৃত্বে যে কোন সীমাবদ্ধতা ব্যতিরেকে, ব্যাংক তার চাহিদা অনুসারে গ্রাহকের নিকট থেকে তথ্য, রেকর্ড, উপাত্ত বা নথিপত্র পেতে ব্যর্থ হলে, নিচে উল্লিখিত যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে:

- উক্ত গ্রাহককে নতুন কোন সেবা প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানাতে পারে
- উক্ত গ্রাহককে সকল বা আংশিক সেবা প্রদান অব্যাহত রাখতে অস্বীকৃতি জানাতে পারে
- লেনদেন সংক্রান্ত যে কোন নির্দেশনা পালন বা মেনে চলতে অস্বীকৃতি জানাতে পারে
- উক্ত গ্রাহকের সাথে ব্যাংকের সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে

৬) প্রতিপালন বাধ্যবাধকতা পূরণে ব্যাংকের বা এইচএসবিসি গ্রুপের সদস্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে

৮) স্থানীয় আইন অনুসারে উক্ত গ্রাহকের হিসাবটি ব্লক, স্থগিত, স্থানান্তর বা বন্ধ করতে পারে।

২৬ দলিল ব্যবস্থাপনা

২৬.১ গ্রাহক সম্মতি প্রদান করে যে, ব্যাংক কোন হিসাবের সাথে সম্পর্কিত কোন চেকের কপি, ক্যাশিয়ারের অর্ডার, ব্যাংক ড্রাফট, রিসিপ্ট, সম্মতিপত্র, উপদেশপত্র, ভাউচার, নথিপত্র, রেকর্ডিং বা অন্য কোন কিছু (অর্থাৎ “নথিপত্র”) প্রদান করতে বাধ্য থাকবেনা:

ক) ব্যাংক দ্বারা প্রাসঙ্গিক লেনদেন সম্পন্ন হবার পর

খ) দলিলটি ব্যাংক কর্তৃক আর্কাইভ করা বা মাইক্রোফিল্ম করার পর (যেমন, স্ক্যানকৃত বা ডিজিটাল ছবির ফর্ম)

গ) ব্যাংক বা গ্রাহক কর্তৃক হিসাবটি বন্ধ করার পর

২৬.২ গ্রাহক সম্মতি প্রদান করে যে, যদি ব্যাংকের নথিপত্র ধারণ পলিসি অনুসারে গ্রাহকের কোন নথিপত্রের অপ্রাপ্যতার জন্য গ্রাহকের কোন প্রকার ক্ষয়ক্ষতি হয় তাহলে সে জন্য ব্যাংক দায়ী হবেনা।

২৭. রেকর্ডিং

২৭.১ হিসাব এবং সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে, ব্যাংক (ব্যাংকের অন্য কোন প্রতিনিধি বা উত্তরাধিকারী) গ্রাহকের সাথে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা বা যোগাযোগ (টেলিফোনে বা মৌখিক যোগাযোগ) টেপ, ভিডিও বা অন্য কোন ভাবে রেকর্ড এবং মনিটর করতে পারবে। ব্যাংক দ্বারা স্বীকৃত সময়ের পর ব্যাংকের এ ধরনের রেকর্ডিং নষ্ট করে দেবার অধিকার রয়েছে। এ ধরনের রেকর্ডিং, ব্যাংকের নিজস্ব সম্পত্তি হওয়ার কারণে, গ্রাহকের কাছে বাধ্যবাধকতাপূর্ণ হবে এবং যে কোন কাজ, বা কোন বিবাদের সময় বিবেচনার যোগ্য হওয়ার প্রমাণ হিসেবে গণ্য হয়।

২৭.২ মাইক্রোফিল্মিং বা স্ক্যান করার পর কোন গ্রাহক, হিসাব বা কোন সেবার সাথে সম্পর্কিত যে কোন নথিপত্র বা রেকর্ড নষ্ট করার অধিকার ব্যাংকের আছে। ব্যাংক দ্বারা স্বীকৃত নির্দিষ্ট সময়ের পর যে কোন মাইক্রোফিল্মকৃত বা স্ক্যানকৃত নথিপত্র ধ্বংস করার অধিকার ব্যাংকের রয়েছে।

২৮. বিচারিক এবং নিয়ন্ত্রক আদেশ

যদি আদালতের বা (কেসটির মত করে) কোন সংশ্লিষ্ট সরকার, নিয়ন্ত্রক, বা খাজনা আদায় কর্তৃপক্ষের অথবা তদন্ত/ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কোন সংযুক্তি, জমা, আদেশ, স্থগিতকরণ, ছাড়, পরিশোধ, বা অন্য যে কোন আদেশ/ নির্দেশ/ সিদ্ধান্ত, ব্যাংক কর্তৃক কোন গ্রাহক, গ্রাহক হিসাবের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তি এবং সরবরাহকৃত সেবার জন্য ইস্যু করা হয়, ব্যাংকের সেই আদেশ, নির্দেশ/ সিদ্ধান্ত মেনে চলতে হবে এবং এ কারণে গ্রাহকের কোন অপচয়, ক্ষতি, বা তহরুফ হলে ব্যাংক দায়ী থাকবেনা। গ্রাহকের উচিত ব্যাংককে এমন আদেশ/ নির্দেশ/ সিদ্ধান্ত পালনে সব ধরনের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা এবং সাহায্য করা।

২৯ কর নিরাপত্তা এবং মোট বৃদ্ধি

২৯.১ ব্যাংক কোন সেবা অথবা হিসাব (ফী, মূল্য, চার্জ, সুদ, এবং ব্যয়) সংক্রান্ত সব ধরনের পেমেণ্ট বা পরিশোধ যোগ্য পরিমাণ অর্থ বা ব্যাংক দ্বারা গ্রহণযোগ্য পরিমাণ অর্থ, মূল্য সংযোজিত বিক্রি, ব্যবহার, পণ্য, এবং সেবা, ব্যবসায়, স্ট্যাম্প, বা অন্য কোন অনুরূপ কর বা কাজকর্ম যা প্রয়োগ করা থেকে স্বতন্ত্র থাকবে। সকল ধরনের পেমেণ্ট বা ব্যাংক পরিশোধ যোগ্য পরিমাণ অর্থ বা ব্যাংক দ্বারা গ্রহণযোগ্য পরিমাণ অর্থ কোন হিসাবের জন্য বা হিসাব থেকে কর্তন বা দিতে অস্বীকার বা পরিশোধ একই ভাবে ভবিষ্যৎ কর বা চার্জ মুক্ত হবে। যদি কোন হিসাবের জন্য বা হিসাব থেকে কর্তন বা ধরে রাখা বা মূল্য পরিশোধ করা হয়, তাহলে প্রচলিত আইন বা নিয়ম নীতির অনুসারে গ্রাহকের অবশ্যই ব্যাংকে পেমেণ্টের পরিমাণ বাড়তে হবে অথবা হিসাবে কর বা একই ধরনের চার্জ প্রয়োজন হবে। ব্যাংকের আর্থ অনুসারে গ্রাহক পেমেণ্ট বাড়ানোর উপযুক্ত প্রমাণ প্রদান করবে। গ্রাহক ব্যাংককে নিরাপদ ভাবে এবং প্রয়োজনের ভিত্তিতে ব্যাংককে যে কোন ক্ষয়ক্ষতির পরিপ্রেক্ষিতে করণীয় মেনে ব্যাংকের বিরুদ্ধে কোন দাবি না করে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদানে সম্মতি জ্ঞাপন করবে।

২৯.২ গ্রাহকের উচিত ব্যাংককে কোন ক্ষতি, দায় দায়িত্ব, বা ব্যয় থেকে নিরাপদ রাখা এবং কোন হিসাবের বা সেবার কর সংক্রান্ত কারণে বা এর সাথে জড়িত অন্য কোন সুদ, ভুল, ক্ষতি, বা ব্যয়ের কারণে এর সম পরিমাণ ব্যাংককে প্রদান করা।

২৯.৩ আইন অনুসারে ব্যাংকের কোন অধিকার সীমাবদ্ধ না করে বা না কমিয়ে, ধারা ২৯.১ বা

২৯.২ অনুসারে, যে কোন হিসাব থেকে পর্যাপ্ত ফান্ড আছে কি না, ওভার ড্রাফট কিনা বা অন্যান্য সুবিধা আছে কিনা সেটি নির্বিশেষে ব্যাংক কোন রকম পূর্ববর্তী কোন নোটিশ না দিয়ে গ্রাহক দ্বারা ব্যাংকে পরিশোধযোগ্য যেকোনো পরিমাণ অর্থ উত্তোলন করতে পারে।

৩০. বিবিধ সাধারণ নিয়ম

ঋণ সংগ্রহ ও আদায়

৩০.১ গ্রাহকের ব্যাংকের নিকট থাকা যেকোনো বকেয়া বা ঋণের টাকা আদায় ও পুনরুদ্ধারের জন্য এবং ব্যাংককে সহায়তা করার জন্য যেকোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করার অধিকার ব্যাংকের রয়েছে। এই ধরনের ব্যক্তি ব্যাংক দ্বারা নিযুক্ত একজন সংগৃহীত এজেন্ট বা অন্য পরিষেবা প্রদানকারী হতে পারে।

দি হংকং অ্যান্ড সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেড বাংলাদেশ কর্তৃক ইস্যুকৃত [অক্টোবর ২০২১]

সংশোধন

৩০.২ এই অ্যাকাউন্ট রুলস অন্তর্ভুক্ত শর্তাবলী এবং হিসাব ও পরিষেবা সংক্রান্ত অন্য কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম ও শর্তাবলী সংশোধন, পরিমার্জন বা সম্পূরক করার অধিকার ব্যাংক সংরক্ষণ করে। এগুলো যা ব্যাংক যথাযথ মনে করে, অবশ্যই ব্যাংকের পাবলিক ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা/ উপলব্ধ করা হবে। ব্যাংকের পাবলিক ওয়েবসাইটে উল্লেখকৃত তথ্য ব্যবহার করে গ্রাহক সর্বশেষ অ্যাকাউন্ট বিধিমালায় আপ-টু-ডেট থাকার জন্য দায়বদ্ধ থাকবে।

অনুমোদিত ব্যক্তি

৩০.৩ গ্রাহকের পক্ষ থেকে কোনো হিসাব বা পরিষেবা ব্যবহার বা পরিচালনা করার জন্য অনুমোদিত ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত যেকোনো ব্যক্তি সেই হিসাব বা পরিষেবা সম্পর্কিত নিয়ম ও শর্তাবলী মেনে চলার জন্য গ্রাহক কর্তৃক অনুমোদিত হবেন। গ্রাহক এই ধরনের শর্তাবলীর প্রতি দায়বদ্ধ হতে সম্মত হন।

অ্যাসাইনমেন্ট

৩০.৪ গ্রাহকের চুক্তি ছাড়া ব্যাংক যেকোনো সময় তার যেকোনো বা সমস্ত অধিকার বা বাধ্যবাধকতা যেকোনো ব্যক্তিকে অর্পণ বা হস্তান্তর করতে পারে।

৩০.৫ ব্যাংকের পূর্বের লিখিত চুক্তি ছাড়া তার অধিকার বা বাধ্যবাধকতা কোনো ব্যক্তির কাছে অর্পণ বা হস্তান্তর করার অনুমতি গ্রাহকের নেই।

অ্যাকাউন্ট এবং পরিষেবাদি পরিচালনা করার অতিরিক্ত নিয়ম ও শর্তাবলী

৩০.৬ এই অ্যাকাউন্ট রুলস অন্তর্ভুক্ত শর্তাবলী ছাড়াও, অন্যান্য নির্দিষ্ট শর্তাবলী বিভিন্ন ধরনের হিসাব বা পরিষেবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। এই ধরনের নির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট শর্তাবলীর অধীনে অন্য যেকোনোভাবে বা স্পষ্টভাবে উল্লেখ না করা পর্যন্ত, এই (সাধারণ) হিসাব বিধিমালা অধীনে নির্ধারিত মেয়াদ ও শর্তাবলী, বিভিন্ন সময়ে সংশোধিত, সংযোজিত বা পরিবর্তিত হিসাবে বিরাজ করবে।

৩০.৭ এইচএসবিসি এর স্ট্যান্ডার্ড ট্রেড টার্মস (“এসটিটি”) যা বিভিন্ন সময়ে সংশোধিত এবং সম্পূরককৃত, সেগুলো ট্রেড সার্ভিস (এর মধ্যে সংজ্ঞায়িত) এবং এইচএসবিসি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য পরিষেবাকুলার মতো করেই প্রযোজ্য হবে এবং গ্রাহক এই ধরনের পরিষেবার সাথে আবদ্ধ হতে এসটিটি এর শর্তাবলীর সাথে সম্মত হন।

অপ্রত্যাশিত অবস্থা

৩০.৮ এই নিয়ম ও শর্তাবলীর অধীনে থাকা অবস্থায়, দায়িত্ব পালনে বিলম্ব বা ব্যর্থতা, যদি এটি তার যুক্তিসঙ্গত নিয়ন্ত্রণের বাইরের কোন কারণে ঘটে থাকে, যেমন: টেলি যোগাযোগ, তথ্য যোগাযোগ এবং কম্পিউটার সিস্টেম এবং পরিষেবায় ব্যর্থতা, ত্রুটি বা অনুপলব্ধতা, যুদ্ধ, বেসামরিক অস্থিরতা, মহামারী, সরকারী পদক্ষেপ, ধর্মঘট, লক-আউট বা অন্যান্য শিল্প কর্ম বা বাণিজ্য বিরোধ, এসব কারণের জন্য ব্যাংক দায়বদ্ধ থাকবে না। এই ধরনের কোন বিলম্ব বা ব্যর্থতা এই হিসাব নীতির লঙ্ঘন বলে গণ্য হবে না এবং ক্ষতিগ্রস্ত বাধ্যবাধকতা সম্পাদনের জন্য সময়কাল বাড়ানো হবে যা উক্ত পরিস্থিতিতে যুক্তিসঙ্গত।

আংশিক অবৈধতা

৩০.৯ যদি এই শর্তগুলোর কোন বিধান কোন আইন দ্বারা অবৈধ বা অযোগ্য বলে ঘোষিত হয় বা বিবেচিত হয়; তাহলে এই ধরনের অবৈধতা, অকার্যকারিতা বা অযোগ্যতা এই শর্তগুলোর অন্য কোন বিধানকে প্রভাবিত করবে না এবং সেগুলো সম্পূর্ণরূপে বলবৎ থাকবে, বৈধতা পাবে এবং প্রভাব খাটাবে।

স্বত্বত্যাগ এবং প্রতিকার

৩০.১০ ব্যাংকের কোন অধিকার, ক্ষমতা বা সুবিধা ব্যবহারে কোন ব্যর্থতা বা বিলম্ব তার স্বত্বত্যাগ হিসাবে ভূমিকা রাখবে না, অথবা কোন একক বা আংশিক নির্দেশনা তার অন্য কোন বা পরবর্তী অনুশীলন বা অন্য কোন অধিকার, ক্ষমতা বা সুবিধা ব্যবহারকে বাধা দেবে না। এখানে ব্যাংককে প্রদত্ত কোন প্রতিকার অন্য কোন প্রতিকার থেকে স্বতন্ত্র হিসেবে বিবেচিত হবেনা এবং প্রতিটি প্রতিকার, এখন প্রচলিত বা ভবিষ্যতে সহজলভ্য প্রতিকারগুলো সহ ক্রমবর্ধমান থাকবে।

সমাপ্তির পরের অস্তিত্ব

৩০.১১ এই অ্যাকাউন্ট রুলসের শর্তাবলী, যা স্থগিতকরণ বা মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া এড়াতে যথাযথভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে, অবস্থা অনুসারে, এগুলো মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়া বা প্রত্যাহার করার আগ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে এবং প্রয়োগ করা হবে।

নিয়ন্ত্রক আইন এবং সংস্করণ

৩০.১২ এই অ্যাকাউন্ট রুলসের শর্তাবলী, বাংলাদেশ গণ প্রজাতন্ত্রী সরকারের আইন অনুসারে পরিচালিত এবং প্রস্তুতকৃত এবং গ্রাহক বাংলাদেশের আদালতের এই রায় মেনে নিতে বাধ্য। এই ধারার কোন কিছু কোন গ্রাহকের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যাংকের কোন অধিকারকে সীমাবদ্ধ করে না।

৩০.১৩ ইংরেজি এবং বাংলা সংস্করণে অ্যাকাউন্ট রুলসের মধ্যে কোনো ভিন্নতার ক্ষেত্রে, ইংরেজি সংস্করণটি প্রাধান্য পাবে।

পরিশিষ্ট ১: সংজ্ঞা

অ্যাকাউন্ট রুলসের মধ্যে অন্যভাবে সংজ্ঞায়িত না করা পর্যন্ত, হিসাব নীতিমালায় ব্যবহৃত কেপিটাইলাইজড পরিভাষা গুলোর নিম্নলিখিত অর্থ থাকবে:

“হিসাব” অর্থ হল এইচএসবিসি বাংলাদেশের সাথে কোন সত্তা/আইনী ব্যক্তি (একক ব্যক্তি নয়) দ্বারা যেকোনো হিসাব খোলা, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা, যা ধারা ৩.২ এর অধীনে উল্লেখ করা হয়েছে।

"অনুমোদিত ব্যক্তি"/ "অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গ"-এর ধারা ৬.১ এর অধীনে নির্ধারিত অর্থ রয়েছে।
"এইচএসবিসি বাংলাদেশ" এর "ব্যাংক" অর্থ দ্য হংকং অ্যান্ড সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেড, বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ব্যাংকের লাইসেন্স প্রাপ্ত একটি নির্ধারিত বাণিজ্যিক ব্যাংক, যার প্রধান কার্যালয়টি বে পার্ক হাইট, প্লট-২, রোড-৯, ঢাকা -১২০৫;

"সম্মতির বাধ্যবাধকতা" মানে এইচএসবিসি গ্রুপের বাধ্যবাধকতাগুলি যা: (ক) আইন, নিয়ম বা আন্তর্জাতিক নির্দেশনা এবং অভ্যন্তরীণ নীতিমালা বা পদ্ধতি; (খ) কর্তৃপক্ষের যেকোনো চাহিদা, আইন অনুসারে প্রতিবেদন, প্রকাশ, বা অন্যান্য বাধ্যবাধকতা, এবং (গ) গ্রাহকের পরিচয় যাচাই করতে এইচএসবিসি গ্রুপের প্রয়োজনীয় আইন;

"সংযুক্ত ব্যক্তি" অর্থ একজন ব্যক্তি বা সত্তা (গ্রাহক ব্যতীত) যার তথ্য, ব্যক্তিগত তথ্য বা কর তথ্য সহ, যা গ্রাহক দ্বারা অথবা গ্রাহকের পক্ষ থেকে এইচএসবিসি গ্রুপ, বা এইচএসবিসি গ্রুপের যেকোনো সদস্যের কাছে, যারা হিসাব ও সেবা ব্যবস্থার সাথে যুক্ত। একজন "সংযুক্ত ব্যক্তি" হতে পারে একজন জামিনদার, একজন কোম্পানির পরিচালক বা কর্মকর্তা, অংশীদার বা কান অংশীদারিত্বের সদস্য, স্বত্বাধিকারী, অনুমোদিত ব্যক্তি, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি, প্রকৃত মালিক, অছি, ট্রাস্টের সেটলার বা রক্ষক, অ্যাকাউন্ট হোল্ডার অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে একটি মনোনীত অ্যাকাউন্ট, একটি নির্ধারিত অর্থ প্রদানকারী, গ্রাহকের কর্মচারী, প্রতিনিধি, এজেন্ট বা উত্তরাধিকারী, অথবা অন্য কোন ব্যক্তি বা সত্তা যার সাথে গ্রাহকের সম্পর্ক রয়েছে অর্থাৎ এইচএসবিসি গ্রুপের গ্রাহকের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

"নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি" মানে এমন ব্যক্তি যারা একটি সত্তার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করে। একটি ট্রাস্টের জন্য, এগুলো হল সেটলার, ট্রাস্টি, রক্ষক, সুবিধাভোগী বা সুবিধাভোগীদের শ্রেণি, এবং অন্য কেউ যে; ট্রাস্টের উপর চূড়ান্ত কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করে এবং ট্রাস্ট ব্যতীত কোন সংস্থা, এগুলির সমতুল্য বা অনুরূপ নিয়ন্ত্রণের পদে থাকা ব্যক্তি।

"গ্রাহক তথ্য" মানে একজন গ্রাহক বা সংযুক্ত ব্যক্তি বা নিম্নলিখিত গুলির মধ্যে যে কোনটির সাথে সম্পর্কিত:

- (ক) ব্যক্তিগত উপাত্ত/ ব্যক্তিগত তথ্য;
- (খ) তথ্য, রেকর্ড, উপাত্ত, গ্রাহক বা সংযুক্ত ব্যক্তি বিষয়ক/ সম্পর্কিত কোন নথি, অথবা তাদের হিসাব, পরিষেবা বা লেনদেনের যেকোনো একটি;
- (গ) গ্রাহক বা সংযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা ব্যাংকের কোন পণ্য বা পরিষেবা ব্যবহার সম্পর্কে তথ্য, উপাত্ত, রেকর্ড বা নথি;
- (ঘ) ব্যাংক বা এইচএসবিসি গ্রুপের গ্রাহক বা সংযুক্ত ব্যক্তির সম্পর্ক সংক্রান্ত তথ্য, উপাত্ত, রেকর্ড, নথি; অথবা
- (ঙ) কর তথ্য।

"আর্থিক অপরাধ" মানে অর্থ পাচার, সন্ত্রাসীদের অর্থায়ন, ঘুষ, দুর্নীতি, কর ফাঁকি, জালিয়াতি, অর্থনৈতিক বা বাণিজ্যিক অনুমোদন ফাঁকি, এবং/অথবা এই কাজ সম্পর্কিত কোন আইন বা বিধি লঙ্ঘন বা লঙ্ঘনের প্রচেষ্টা।

"আর্থিক অপরাধ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম" এর ধারা ২৩.১ এর অধীনে নির্ধারিত অর্থ রয়েছে;
"এইচএসবিসি গ্রুপ" মানে এইচএসবিসি হোল্ডিংস পিএলসি, এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান, সহায়ক সংস্থা, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং তাদের যে কোন শাখা এবং অফিস (একসাথে বা স্বতন্ত্রভাবে);
"নির্দেশাবলী" মানে হিসাব এবং পরিষেবা গুলোর সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি নির্দেশনা যেকোনোভাবে বা মাধ্যম দ্বারা প্রদত্ত এবং যা ব্যাংকের কাছে বিভিন্ন সময়ে গ্রহণযোগ্য এবং টেলিফোনের মাধ্যমে, স্বয়ংক্রিয় টেলার মেশিনের মাধ্যমে, পয়েন্ট অফ সেল টার্মিনালের মাধ্যমে, ইন্টারনেট/অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে, অন্য কোন ইলেকট্রনিক মাধ্যম বা উপায়ে, এবং অন্য কোন মাধ্যম বা উপায়ে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে (অন্তর্ভুক্ত কিন্তু সীমাবদ্ধ নয়) এবং যা ব্যাংকের কাছে বিভিন্ন সময়ে গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

"ব্যক্তিগত উপাত্ত" বা "ব্যক্তিগত তথ্য" মানে এমন কোন ব্যক্তি সম্পর্কিত তথ্য যা থেকে ওই ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা যায়;

"উদ্দেশ্য" অর্থ ধারা ২৫.১ এর অধীনে নির্ধারিত রয়েছে;

"সেবা" অর্থ ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহককে যেকোনো সময় এবং বিভিন্ন সময়ে সীমাবদ্ধতা ছাড়া, ক্রেডিট সুবিধা, পরিশোধ/ লেনদেন সম্পর্কিত পরিষেবা, ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং সেবা এবং হিসাব খোলা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনার জন্য আনুসঙ্গিক পরিষেবা

"প্রকৃত মালিক" অর্থ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন সত্তায় ১০% এর বেশি মুনাফা বা ১০% এর বেশি সুদের অধিকারী ব্যক্তি।

"কর তথ্য" মানে গ্রাহকের বা সংযুক্ত ব্যক্তির কর সম্পর্কিত অবস্থা, নথি বা তথ্য।